Lilaboti by Humayun Ahmed

[Part.3]

For More Books & Muzic Visit www.MurchOna.com
MurchOna Forum : http://www.murchona.com/forum
suman_ahm@yahoo.com

লীলাবতী

হুমায়ূন আহমেদ

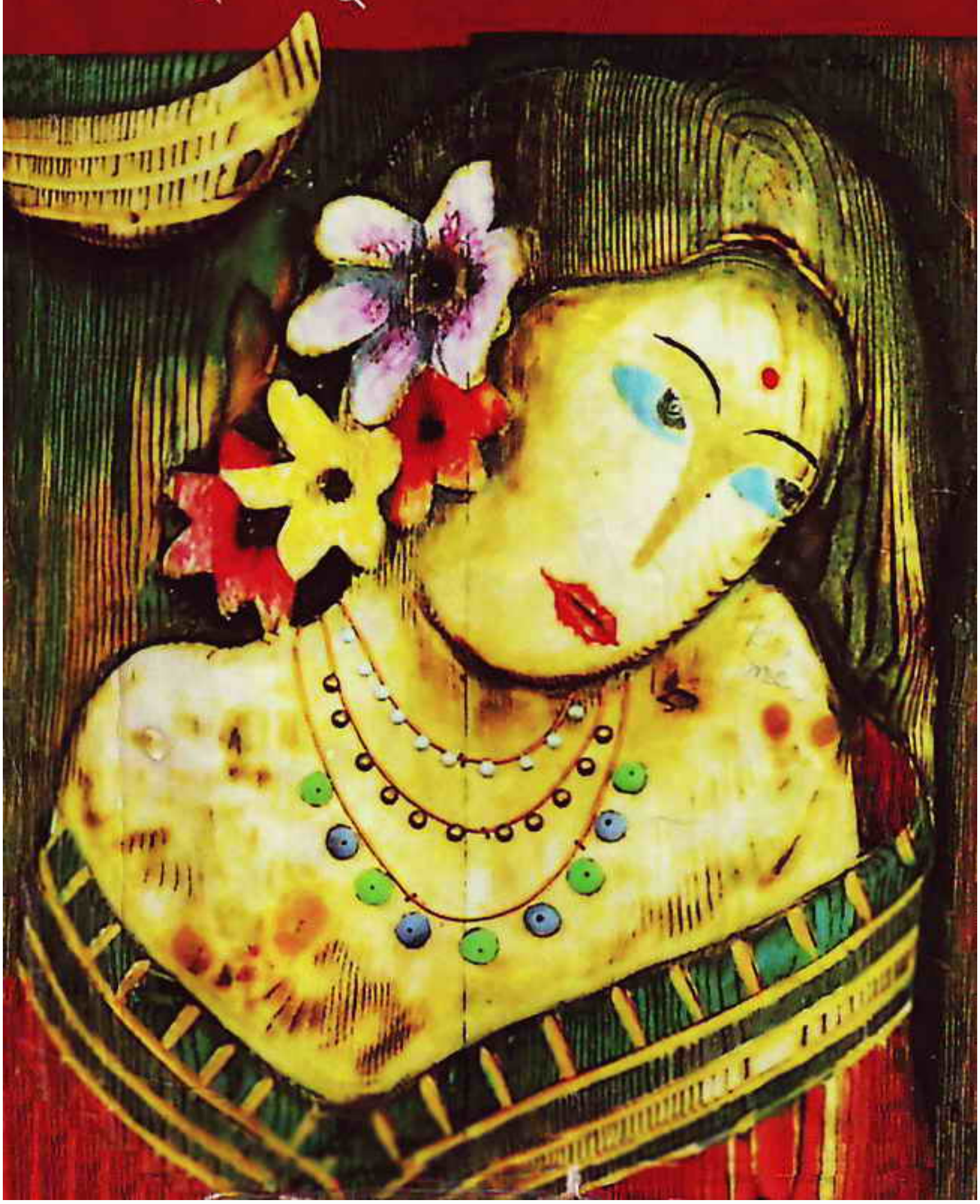

মূর্ছনা
www.murchona.com
বইটি মূর্ছনা.com এর সৌজন্যে নির্মিত
Archives of Bengali eBooks, Muzic & Videos.
suman_ahm@yahoo.com

জানালার দু'পাশে দু'জন।

একপাশে মাসুদ। অন্য পাশে লীলাবতী। মাসুদ জানালার শিক ধরে দাঁড়িয়ে আছে। লীলা জানালার পাশে চেয়ার টেনে বসেছে। লীলার মুখ বিষণ্ন। তার কিছুই ভালো লাগছে না। নিজেকে এই বাড়ির সঙ্গে জড়ানো ভুল হয়েছে— এমন একটা চিন্তা মাথায় ঢুকেছে। বাড়িটা যেন অদৃশ্য সুতায় তাকে ধরে রেখেছে। অদৃশ্য সুতা কাটতে যে কাচি লাগে সেই কাচি তার কাছে নেই।

মাসুদ বলল, বুবু, দরজা খুলে দাও।

লীলা বলল, আমার কাছে চাবি নাই।

মাসুদ বলল, তালা ভাঙার ব্যবস্থা করো। আজ দুপুরের মধ্যে যদি আমাকে বের না করো আমি কিন্তু ঘটনা ঘটাব।

কী ঘটনা ?

মাসুদ জবাব দিল না। তার চোখ জ্বলজ্বল করছে। নাকে বিন্দু বিন্দু ঘাম। রাগে তার শরীর কাঁপছে। জানালার শিক ধরে সে শরীরের কাঁপুনি থামানোর চেষ্টা করছে। তার গায়ের হালকা সবুজ রঙের পাঞ্জাবি ঘামে ভেজা।

বুবু, আমি কিন্তু সত্যি ঘটনা ঘটাব।

লীলা উঠে দাঁড়াল। তার বসে থাকতে ভালো লাগছে না। মাসুদ বলল, বুবু, চলে যাচ্ছ কেন ? তুমি যেতে পারবে না। বসো।

লীলা বলল, বসে থেকে কী করব ?

আমি কিন্তু ঘটনা ঘটাব।

ঘটনা ঘটাতে চাইলে ঘটাও। আমাকে বলার দরকার কী ?

মাসুদ তীব্র গলায় বলল, ঘটনা ঘটে গেলে কিন্তু তোমার উপরে দোষ পড়বে। কারণ তোমাকে আগে সাবধান করে দিয়েছিলাম। আমি ফাঁস নিব, দড়ি জোগাড় করেছি। দেখতে চাও ?

লীলা কিছু বলল না। মাসুদ খাটের নিচ থেকে লম্বা দড়ির গোছা বের করে দেখাল। বেশ আগ্রহ নিয়েই দেখাল। শিশুরা তাদের পছন্দের খেলনা বড়দের

www.MurchOna.com

যেমন আগ্রহ নিয়ে দেখায় সেরকম আগ্রহ। আগ্রহে উত্তেজনায় মাসুদের চোখ জ্বলজ্বল করছে।

ফাঁস কখন নিবে ?

আছরের ওয়াক্তে। আছরের আজানের পর। বুবু, তুমি আমার কথা বিশ্বাস করতেছ না ? আমি সত্যি ফাঁস নিব। আল্লাহর কসম, নবীজির কসম, পরীবানুর কসম। বুবু, তুমি এখনো আমার কথা বিশ্বাস করতেছ না ?

লীলা বলল, আমার বিশ্বাস করা না-করায় কিছু যায় আসে না।

বুবু, আমি জানি তুমি আমার কথা বিশ্বাস করতেছ না। কোরানশরিফ আনো, আমি কোরানশরিফ ছুঁয়ে কসম কাটব। বুবু শোনো, পরীবানুর পেটে যে সন্তান আছে সেই সন্তানের কসম, আমি ফাঁস নিব। এইবার কি বিশ্বাস করেছ ?

লীলা বলল, করেছি।

মাসুদ বলল, যাও এখন ব্যবস্থা নাও।

লীলা বের হয়ে এলো। তার মাথায় সূক্ষ্ম যন্ত্রণা হচ্ছে। আছর ওয়াক্তের অনেক দেরি আছে। অস্থির হবার কিছু নেই। তার আগেই অনেককিছু করা যাবে। কিন্তু লীলার অস্থির লাগছে। ঝামেলা এখনই শেষ করে দেয়া উচিত। লীলা তার বাবার খোঁজে বের হলো। তিনি মূলবাড়িতে নেই। শহরবাড়িতেও নেই। পাখিদের ধান খাওয়াতে গেছেন। লীলার একবার মনে হলো, সেও পাখির ধান খাওয়া দেখতে যাবে। বাবার সঙ্গে যা কথা বলার সেখানেই বলবে। তার একা যেতে ইচ্ছা করছে না, আবার কাউকে সঙ্গে নিতেও ইচ্ছা করছে না। বাড়ির সীমানার বাইরে যেতে হলে বোরকা পরতে হবে। এটা সিদ্দিকুর রহমান সাহেবের সাম্প্রতিক নির্দেশ। লীলা যে বোরকা পরে নি তা-না। কিন্তু বোরকা পরলেই কেমন নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসে।

লীলা বাড়ির বারান্দায় হাঁটছে। মন শান্ত করার ব্যাপারে হাঁটা ভালো কাজ করে। কেন করে কে জানে!

লীলা আম্মাজি!

রমিলা ডাকছেন। তাঁর গলার স্বর নিচু। ডাকছেন মমতা নিয়ে। লীলা রমিলার ঘরের জানালার পাশে দাঁড়াল। রমিলা বললেন, মা, তোমাকে অস্থির লাগতেছে কেন ?

লীলা জবাব দিল না।

www.MurchOna.com

রমিলা বললেন, কোনো বিষয়ে অস্থির হওয়া ঠিক না মা। আল্লাহপাক মানুষের অস্থিরতা পছন্দ করেন না। কোরআন মজিদে উনি বলেছেন।

কী বলেছেন ?

উনি বলেছেন, 'হে মানুষ! তোমাদের বড়ই তাড়াহুড়া।'

আপনি কোরআন শরীফের সূরার অর্থ জানেন ?

আমি জানি না গো মা। আমাদের এক হুজুর ছিলেন বিরাট আলেম। উনার কাছে যখন সবক নিতাম উনি সূরা ব্যাখ্যা করতেন।

তাহলে আমাদের তাড়াহুড়া করা উচিত না ?

না গো মা।

আমাদের উপর যখন বিরাট বিপদ এসে পড়বে তখনো আমরা অস্থির হবো না ?

না।

আপনি তো অনেক কথা আগে আগে বলতে পারেন— আপনার কি মনে হয় আমাদের উপর বড় বিপদ আসবে ?

সবসময় বলতে পারি না মা। মাঝে মাঝে পারি।

এখন কিছু বলতে পারছেন না ?

না। আল্লাহপাক মাঝে মাঝে আমাদের সাবধান করার জন্য বিপদের কথা আগেই জানান। মাঝে মাঝে তিনি চান না আমরা সাবধান হই। তিনি চান যেন আমরা বিপদে পড়ি।

লীলা বলল, আপনার ব্যাখ্যা সুন্দর। এমনভাবে বলেন যে বিশ্বাস করতে ইচ্ছা করে।

রমিলা বলল, আমার হুজুর ছিলেন উনি এইভাবে কথা বলতেন। উনার কাছ থেকে এইভাবে কথা বলা শিখেছি।

লীলা বলল, আমি এইবার ঢাকা যাওয়ার সময় আপনাকে সঙ্গে করে নিয়ে যাব। আপনার চিকিৎসা করাব।

রমিলা বললেন, মাগো, তুমি তো ইনশাল্লাহ বললা না। আল্লাহপাকের ইচ্ছা হইলেই তুমি আমারে নিতে পারবা। উনার ইচ্ছা বিহনে পারবা না।

লীলা বলল, আপনার ঘরের তালা খুলে দেই ? আসুন আমরা বাগানে হাঁটি ?

রমিলা বললেন, তোমারে একটা সিমাসা দিব। যদি ভাঙ্গাইতে পারো তাহলে তোমার সঙ্গে হাঁটতে যাব। না পারলে যাব না।

www.MurchOna.com

সিমাসাটা কী ?

'এক পাখি নড়েচড়ে
দুই পাখি খায়
তিন পাখি নাওএ বসা
চার পাখি নাও বায়।'

লীলা বলল, পারব না। রমিলা জানালার পাশ থেকে সরে গেলেন।

মাসুদ আছর ওয়াক্তে ফাঁস নেবে— এই ব্যাপারটা অতি দ্রুত জানাজানি হয়ে গেছে। সবার মধ্যে চাপা উত্তেজনা। কেউ বিশ্বাস করছে না, আবার পুরোপুরি অবিশ্বাসও করছে না। পরীবানুর মধ্যে কোনোরকম চাঞ্চল্য লক্ষ করা গেল না। সে তার নিজের ঘরে খাটের উপর আধশোয়া হয়ে বই পড়ছে। তার প্রধান কাজ এখন বই পড়া। এই বাড়িতে বেশকিছু বই আছে। শরৎ, বঙ্কিমচন্দ্র, যোগেন্দ্রনাথ গ্রন্থাবলি। সকালবেলা সে আলমিরা থেকে একটা বই বের করে বসে। পড়তে পড়তে বারবার তার চোখে পানি আসে। আনন্দের কোনো ঘটনাতেও পানি আসে। দুঃখের ঘটনাতেও পানি আসে। নিজের ঘর ছেড়ে তাকে বাইরে বের হতে দেখা যায় না। তার স্বামীকে একটা ঘরে তালাবদ্ধ করে রাখা হয়েছে, এটা ভেবেই সে হয়তো নিজেকে স্বেচ্ছায় নির্বাসনে রেখেছে। তবে মাসুদের ব্যাপারে সে কারো সঙ্গেই কোনো কথা বলে না।

লীলা যখন তার ঘরে ঢুকল সে তখন খাটে শুয়ে আছে। তার বুকের উপর মীর মশাররফ হোসেনের 'বিষাদসিন্ধু'। লীলাকে ঘরে ঢুকতে দেখে সে উঠে বসল। বই একপাশে রেখে লীলার দিকে তাকিয়ে বলল, বুবু, আপনার কি জ্বর এসেছে ? চোখ লাল।

লীলা বলল, জ্বর আসতে পারে। মাথা ধরেছে।

পরী হাত বাড়িয়ে লীলার হাত ধরল। জ্বর দেখার জন্যে হাত ধরা। কিন্তু সে হাত ছেড়ে দিল না। হাত ধরেই থাকল।

লীলা বলল, কী দেখলে, আমার গায়ে কি জ্বর আছে ?

জি আছে। বেশি না, অল্প। কিন্তু জ্বর বাড়বে।

কীভাবে বুঝলে ?

শরীর অল্প অল্প কাঁপতেছে। যতক্ষণ শরীর কাঁপে ততক্ষণ জ্বর বাড়ে। এটা আমি আমার দাদাজানের কাছে শিখেছি। উনি কবিরাজ ছিলেন। বুবু বসেন। দাঁড়ায়ে আছেন কেন ?

লীলা বসল। পরী বলল, আপনের ভাই নাকি ঘোষণা দিয়েছে ফাঁস নিবে ?

www.MurchOna.com

লীলা কিছু বলল না। পরী নিজের মনে মিটিমিটি হাসছে। লীলা বিস্মিত হয়ে দেখল— মেয়েটার হাসি খুবই সুন্দর।

পরী বলল, আপনার ভাইয়ের মাথা খুব গরম। যখন মাথা বেশি গরম হয়ে যায় তখন কেউ মাথা ঠাণ্ডা করতে পারে না।

তুমিও পারো না ?

আমি পারি। তার মাথা ঠাণ্ডা করার মন্ত্র আমি বের করেছি।

লীলা বলল, কী মন্ত্র— আমাকে শিখিয়ে দাও। মন্ত্র পড়ে আমি মাথা ঠাণ্ডা করে দিয়ে আসি।

এই মন্ত্র আপনি পড়লে কাজ হবে না। আমার পড়তে হবে।

যাও, তুমি পড়ে দিয়ে আসো।

পরী বলল, না। আমি যাব না।

পরীর হাসিহাসি মুখ হঠাৎ কঠিন হয়ে গেল। সেই কাঠিন্য স্থায়ী হলো না। মুখ স্বাভাবিক হলো। ঠোঁটের কোনায় অস্পষ্ট হাসি ফিরে এলো। পরী বলল, বুবু, আপনি নাকি ঢাকায় চলে যাবেন ?

লীলা বলল, হ্যাঁ।

কবে যাবেন ?

বাবার সঙ্গে কথা বলে ঠিক করব। যত তাড়াতাড়ি যেতে পারি, আমার জন্যে তত ভালো।

বুবু, যদি রাগ না করেন আপনাকে একটা কথা বলি ?

বলো।

আমাকে আপনার সঙ্গে নিয়ে যান। আমি কয়েকটা দিন আপনার সঙ্গে থেকে আসি। এখানে আমি একা একা থেকে কী করব ? একটা মানুষ থাকবে না যার সঙ্গে আমি দু'টা কথা বলতে পারব। আপনার সঙ্গে যাওয়া কি সম্ভব ?

না।

পরী খুব স্বাভাবিকভাবে বলল, আচ্ছা ঠিক আছে।

লীলা বলল, তুমি যাতে তোমার বাবা-মা'র সঙ্গে গিয়ে কিছুদিন থাকতে পারো আমি সেই ব্যবস্থা করতে পারি।

পরী শান্ত গলায় বলল, আমাকে এ-বাড়ি থেকে ছাড়বে না। আপনার ভাইকে তালাবন্ধ করে আটকে রেখেছে। আমাকে তালা ছাড়া আটকে রেখেছে। জিনিস একই। বুবু, আপনার জ্বর তো আরো বেড়েছে, আপনি আমার ঘরে শুয়ে থাকেন। আমি কপালে হাত বুলিয়ে দেই। আমি খুব ভালো মাথা মালিশ করতে

www.MurchOna.com

পারি। মাথা মালিশ করা আমি শিখেছি আমার দাদির কাছে। আমার দাদি মাথা মালিশ করে যে-কাউকে দশ মিনিটের মধ্যে ঘুম পাড়ায়ে দিতে পারতেন।

লীলা বলল, তুমি দেখি অনেকের কাছে অনেক জিনিস শিখেছ।

আমি সবার কাছ থেকেই কিছু-না-কিছু শেখার চেষ্টা করি।

আমার কাছ থেকে কী শিখেছ ?

আপনার কাছ থেকে অনেক বড় একটা জিনিস শিখেছি। কিন্তু কী শিখেছি সেটা এখন আপনাকে বলব না।

লীলা বিছানায় শুয়ে পড়তে পড়তে বলল, তুমি আসলে আমার কাছ থেকে কিছু শেখ নি। কিন্তু এটা বলতে লজ্জা পাচ্ছ। ভাবছ এটা শুনলে আমার মন খারাপ হবে। এইজন্যে বলেছ— কী শিখেছি এটা আপনাকে বলব না। পরী, আমি কি ঠিক বলেছি ?

পরী কিছুক্ষণ চুপ করে রইল, তারপর শান্ত গলায় বলল, জি, ঠিক বলেছেন। আপনার সঙ্গে কথা বলার সময় মনে থাকে না যে আপনার অনেক বুদ্ধি। বুবু, আপনার মাথায় হাত বুলিয়ে দেই ?

দাও, কিন্তু তোমার দাদির মতো ঘুম পাড়িয়ে দিও না। আমি অবেলায় ঘুমাতে চাই না।

পরী খাট ছেড়ে নামল। লীলা বলল, কোথায় যাচ্ছ ? পরী বলল, আমার হাত দুটা কিছুক্ষণ ঠাণ্ডা পানিতে ডুবিয়ে রাখব। তখন হাত ঠাণ্ডা হবে। ঠাণ্ডা হাত কপালে রাখলেই দেখবেন আপনার খুব আরাম লাগছে।

এই বুদ্ধিও কি তোমার দাদির কাছ থেকে শেখা ?

জি।

পরী তার বুদ্ধি প্রয়োগ করতে পারল না। তার আগেই লোকমান এসে বলল, মাস্টার সাব লীলা বইনজির সঙ্গে কথা বলতে চান।

আনিস মাস্টার দেশে চলে যাবে, সে এই প্রস্তুতি নিয়ে বড়বাড়ির উঠানে দাঁড়িয়ে আছে। তার সঙ্গে সুটকেস-ট্রাংক। দড়ি দিয়ে বাঁধা বইপত্র। লীলা অবাক হয়ে বলল, আপনি কোথায় যাচ্ছেন ?

দেশে চলে যাচ্ছি। শরীরটা এখন ভালো। মা'র সঙ্গে অনেক দিন দেখা হয় না। মা'র শরীরও ভালো না।

লীলা বলল, বাবা কি জানেন আপনি চলে যাচ্ছেন ?

জি, উনার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে এসেছি।

www.MurchOna.com

আপনি আবার ফিরে আসছেন তো ?

জি না। গ্রামে আমার মন টেকে না। দেখি শহরে কিছু করতে পারি কি না। তাছাড়া...

তা ছাড়া কী ?

এখানে কলেজে অনেক দিন শিক্ষকতা করলাম। বেতন পাই না।

বেতন পান না কেন ?

ছাত্র কম। আদায়পত্র নাই। নাম কামাবার জন্যে লোকজন স্কুল-কলেজ দেয়, পরে আর চালানোর ব্যবস্থা করে না।

লীলা বলল, আপনার ট্রেন কখন ?

দেড় ঘণ্টার মতো সময় হাতে আছে। আপনার সঙ্গে কথা শেষ করে রওনা দেব।

আমার সঙ্গে কথা শেষ হয়েছে। এখন রওনা দিতে পারেন।

আনিস বলল, আপনার সঙ্গে কথা শেষ হয় নি। জরুরি কিছু কথা ছিল।

বলুন, শুনছি।

আনিস বলল, দয়া করে আমার কথা গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করবেন।

লীলা বলল, আমি সবার সব কথাই গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করি। আপনি কোন প্রসঙ্গে কথা বলবেন ?

মাসুদ প্রসঙ্গে।

বলুন।

আপনি নিশ্চয়ই জানেন মাসুদ আছরের ওয়াক্তে ফাঁস নেবার কথা বলেছে। সবাই তার কথা শুনছে। মজা পাচ্ছে। কেউ তার কথা গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করছে না।

আপনার ধারণা— তার কথা গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করা উচিত ?

জি।

আপনার ধারণা— সে সত্যি সত্যি ফাঁসিতে ঝুলবে ?

সম্ভাবনা আছে।

সম্ভাবনা আছে— কেন বলছেন ?

আনিস শান্ত গলায় বলল, তার ভেতরে প্রচণ্ড রাগ তৈরি হয়েছে। ক্ষোভ আছে। তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অভিমান। আপনি আপনার বাবাকে বলে তাকে বের করে আনুন। আপনার কাছে এটা আমার বিশেষ অনুরোধ। এইটুকুই আমার কথা। আমি আপনার বাবাকে আমার কথা বলার চেষ্টা করেছি। উনি

www.MurchOna.com

ধমক দিয়ে থামিয়ে দিয়েছেন। আপনাকে ধমক দিয়ে থামাবেন না। আপনার কথা উনি অবশ্যই গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করবেন। আমার কথা শেষ হয়েছে, এখন আমি যাই।

আচ্ছা যান।

আনিস বলল, আপনি আমার উপর কোনো রাগ রাখবেন না।

লীলা বিস্মিত হয়ে বলল, আমি আপনার উপর রাগ রাখব কেন ? আমি রাগ করতে পারি এমন কিছু কি আপনি করেছেন ?

আনিস কিছু বলছে না, হতাশ মুখে দাঁড়িয়ে আছে। সে কথার পিঠে কথা বলতে পারে। আজ বলতে পারছে না। সব কেমন এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে।

আনিস ইতস্তত করে বলল, আমি কি আমার ঠিকানাটা আপনার কাছে দিয়ে যাব ?

লীলা বলল, আমার কাছে ঠিকানা দিয়ে যাবেন কেন ? আপনার ঠিকানা দিয়ে আমি কী করব ?

আনিস খুবই বিব্রত হলো। লীলা বলল, আপনি বরং একটা কাজ করুন। বাবার কাছে ঠিকানা রেখে যান। উনার কোনো দরকার হলে আপনার সঙ্গে যোগাযোগ করবেন।

আনিস বলল, মাসুদের কথাটা মনে রাখবেন।

হ্যাঁ, আমি মনে রাখব। ভালো কথা, মাসুদের ব্যাপারটা নিয়ে আপনি এত চিন্তিত, আপনার কি দেখে যাওয়া উচিত না সে কী করে ? আছরের ওয়াক্ত পার করে গেলে হয় না ?

আনিস বলল, জি-না হয় না। যদি সত্যি সত্যি কিছু ঘটে যায় সেটা আমি নিতে পারব না।

সে জন্যেই পালিয়ে যেতে চাচ্ছেন ?

আনিস বিড়বিড় করে বলল, অন্য একটা কারণও আছে, কারণটা আপনাকে বলব না।

লীলা বলল, ঠিক আছে বলতে হবে না। চলে যান। শরীরের দিকে লক্ষ রাখবেন। দুদিন পর পর অসুখ বাঁধিয়ে যূথি নামের একজনকে ডাকাডাকি করা কোনো কাজের কথা না।

সিদ্দিকুর রহমান খেতে বসেছেন। লীলা তাঁর সামনে বসে আছে। খাবার সময় তিনি কথাবার্তা বলা পছন্দ করেন না। নিঃশব্দে খেয়ে যান। রান্না ভালো বা মন্দ

www.MurchOna.com

এই নিয়ে কখনো উচ্চবাচ্য করেন না। খাওয়া শেষ করেন অতিদ্রুত। শুধু শেষ পাতে তাঁর টক দই লাগে। টক দই-এ গুড় মাখিয়ে আরাম করে খান। আজও তা-ই করলেন। তিনি অতিদ্রুত টক দই-এ চলে এলেন। লীলা একটি কথাও বলল না। নিঃশব্দে বসে রইল।

সিদ্দিকুর রহমান হাত ধুতে ধুতে বললেন, মা, বলো কী বলবে ?

লীলা সামান্য বিস্মিত হলো। তার হাবভাবে এক মুহূর্তের জন্যেও প্রকাশ পায় নি সে কিছু বলতে চায়। অতি বুদ্ধিমান এই মানুষটি কিন্তু ধরতে পেরেছেন।

মাসুদের ব্যাপারে কিছু বলতে চাও ?

জি।

ঢাক-ঢোল পিটায়ে কেউ মরতে যায় না। ঘরে তার নতুন বউ। নতুন বউয়ের পেটে সন্তান। এই অবস্থায় কেউ দড়িতে ঝুলে না। তুমি এইসব নিয়ে দুশ্চিন্তা করবে না। মাস্টার তোমার মাথায় এই জিনিস ঢুকায়েছে। মাস্টারের বেশির ভাগ চিন্তা-ভাবনা ভুল।

লীলা বলল, দুর্ঘটনা একবারই ঘটে।

সিদ্দিকুর রহমান বললেন, দুর্ঘটনা নিয়ে দুশ্চিন্তা করলে জীবনযাপন করা যাবে না। সবকিছু নিয়ে দুশ্চিন্তা করতে হবে। আমাদের এই বাড়িতে দু'টা বাস্তুসাপ থাকে। পদ্মগোখরা। দুর্ঘটনার কথা চিন্তা করলে এই বাড়িতে বাস করাই সম্ভব হবে না। সারাক্ষণ সাপের ভয়ে অস্থির হয়ে থাকা লাগত। তুমি কি আমার কথা মন দিয়ে শুনছ ?

জি।

মাসুদ গাধাটা গলায় ফাঁস নিবে বলে ভয় দেখাচ্ছে। আজ যদি ভয় পেয়ে গাধাটাকে ছেড়ে দেই, সে দু'দিন পরেপরে ভয় দেখাবে। বুঝতে পেরেছ ?

জি।

এখন তুমি বলো গাধাটাকে কি ছেড়ে দেয়া উচিত ?

উচিত না, কিন্তু ছেড়ে দিন। মাঝে মাঝে আমরা সবাই কিছু অনুচিত কাজ করি।

সিদ্দিকুর রহমান পান মুখে দিলেন। সুলেমান তাঁর জন্যে তামাক নিয়ে এসেছে। তিনি কিছুক্ষণ নলে টান দিয়ে হুক্কা পরীক্ষা করে শান্ত গলায় বললেন, লীলা, তুমি দুশ্চিন্তা করবে না। আমার উপর বিশ্বাস রাখো। বাদ আছর কিছুই হবে না। এই বিষয়ে আমি আর কোনো কথা বলব না। তোমার কি শরীর খারাপ ?

www.MurchOna.com

সামান্য খারাপ। জ্বর-জ্বর লাগছে।

খাওয়াদাওয়া করে শুয়ে থাকো। বিশ্রাম করো। তোমাকে দেখে মনে হয় তুমি সারাক্ষণ দুশ্চিন্তা করো। দুশ্চিন্তা করবে না। দুশ্চিন্তা পুরুষের বিষয়। পুরুষ দুশ্চিন্তা করবে, মেয়েরা দুশ্চিন্তাহীন জীবনযাপন করবে।

লীলা বলল, আমি ঠিক করেছি কাল ভোরে চলে যাব।

সিদ্দিকুর রহমান ছোট্ট নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, আসা-যাওয়া এইসব সিদ্ধান্ত মেয়েদের নেয়া ঠিক না। যা-ই হোক, তোমার সিদ্ধান্ত নিয়ে কথা বলব না। কাল ভোরে যেতে চাও যাবে। বাকি আল্লাহ্পাকের ইচ্ছা।

আমি মা'কে সঙ্গে করে নিয়ে যেতে চাই। উনার চিকিৎসা করাব।

সিদ্দিকুর রহমান মেয়ের দিকে তাকিয়ে হাসলেন। লীলাবতী বলল, আপনার কি কোনো আপত্তি আছে?

আমার কোনো আপত্তি নাই। তুমি তাকে সামলাতে পারবে?

লীলাবতী বলল, আপনিও সঙ্গে চলেন। আমি ছোট্ট একটা বাড়ি ভাড়া নিব। আপনার বড় জায়গায় বাস করে অভ্যাস, আপনার হয়তো কষ্ট হবে।

সিদ্দিকুর রহমান বললেন, তুমি সত্যি আমাদের নিতে চাও?

জি চাই।

এইখানের কাজকর্ম কে দেখবে?

মাসুদ দেখবে। তাকে দায়িত্ব দেন। বটগাছের ছায়ায় অন্য কোনো গাছ বড় হয় না। তাকে বড় হবার সুযোগ দিন।

সিদ্দিকুর রহমান বললেন, ঠিক আছে তুমি ব্যবস্থা করো। ঢাকা রওনা যেদিন হবো সেদিন মাসুদের তালা খুলে তাকে দায়িত্ব দিব।

লীলা দুপুরে কিছু খেল না। পরীর ঘরে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ল। ঘুমের মধ্যেই সে বুঝতে পারছে— পরী খুব হালকাভাবে মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছে। এত আরাম লাগছে! তার ঘুম ভাঙল সন্ধ্যার পর। ঘুম ভাঙার পরপরই খবর নিল— মাসুদকে পেঁপে দেয়া হয়েছে, সে পেঁপে খাচ্ছে। ঘিয়ে ভাজা মুড়ি চেয়েছে। তার জন্যে মুড়ি ভাজা হচ্ছে। লীলার বুকে যে চাপ ভাব ছিল তা নেমে গেল। গায়ে জ্বরও মনে হয় নেই। সে অবেলায় গোসল করল। পরপর দু'কাপ চা খেয়ে বাড়ির পেছনের বাগানের দিকে গেল। শ্বেতপাথরের বেদিতে কিছুক্ষণের জন্যে বসে থাকা। এই জায়গাটা তার খুব প্রিয়। মানুষের স্মৃতির বেশিরভাগ অংশ জুড়েই মানুষ থাকে। দৃশ্যাবলি থাকে না। তবে বাগানের এই অংশের স্মৃতি হয়তোবা তার মাথায় থাকবে। হঠাৎ-হঠাৎ মনে পড়বে।

www.MurchOna.com

বাগানে বসে-থাকা অবস্থাতেই লোকমান ছুটে এসে খবর দিল— মাসুদ ভাইজান ফাঁস নিছে।

আছরের ওয়াক্তে মাসুদ ঘটনা ঘটাতে পারে নি। সে ঘটনা ঘটিয়েছে মাগরেবের আজানের ঠিক আগে-আগে। তার আশেপাশে তখন কেউ ছিল না। দরজা ভেঙে ঝুলন্ত দড়ি থেকে কেউ তাকে নামানোর জন্যে ছুটে আসে নি।

রাতে রমিলার ঘরে কখনো বাতি দেয়া হয় না। ঘরের জানালার সামনের বারান্দায় হারিকেন ঝুলানো থাকে। হারিকেনের আলো ঘরে যতটুকু যাবার যায়। আজ হারিকেন ঝুলানোর কথা কারো মনে নেই। ঘর পুরোপুরি অন্ধকার। রমিলা জানালার শিক ধরে দাঁড়িয়ে আছেন। তাঁকে দেখা যাচ্ছে না। বাড়িতে অনেক লোকজন। কিছুক্ষণ পর-পর তাঁর সামনে দিয়ে কেউ-না-কেউ আসা-যাওয়া করছে। তিনি প্রতিবারই বলছেন, 'ডর লাগে গো, একটা বাতি দেও।' কেউ তাঁর কথা শুনছে বলে মনে হয় না।

পরীবানু খাটের মাঝখানে বসে আছে। পরীবানুর হাত ধরে আছে লীলাবতী। সে বসেছে খাটের বাঁ পাশের দেয়ালে হেলান দিয়ে। তাকে দেখে মনে হচ্ছে তার গায়ে কোনো শক্তি নেই, যে-কোনো মুহূর্তেই সে গড়িয়ে পড়ে যাবে। পরীবানুর ঘরের মেঝেতে হারিকেন জ্বলছে। মেঝে আলো হয়ে আছে। কিন্তু খাট অন্ধকার। অন্ধকারে পরীবানু বা লীলাবতী কারো মুখই দেখা যাচ্ছে না। ঘরের দরজা খোলা। এই দরজার সামনে দিয়ে কেউ আসা-যাওয়া করছে না। লীলা পরীর দিকে একটু ঝুঁকে এসে বলল, পানি খাবে ? একটু পানি খাও।

পরী স্পষ্ট গলায় বলল, না।

লীলা বলল, একটা কাজ করো, বালিশে মাথা দিয়ে শুয়ে থাকো।

পরী বলল, আপনার শরীর বেশি খারাপ করেছে, আপনি শুয়ে থাকুন।

লীলা সঙ্গে সঙ্গে শুয়ে পড়ল। পরী একটা হাত তুলে দিল লীলার কপালে। হাত ঠাণ্ডা। বেশ ঠাণ্ডা। হাত বা হাতের আঙুল একটুও নড়ছে না। পরী নিজেই স্থির হয়ে আছে। শুধু লীলাবতী একটু পর-পর কেঁপে উঠছে।

সিদ্দিকুর রহমান উঠানে বসে আছেন। লোকমান এবং সুলেমান দু'জনই তাঁর ইজিচেয়ারের পেছনে জবুথবু হয়ে বসে আছে। সুলেমানের সামনে একটা হারিকেন রাখা। সে কিছুক্ষণ পর-পর তার বাঁ হাত হারিকেনের চিমনির গায়ে রাখছে। প্রচণ্ড শীতের সময় এই কাজটা সে করে। ঠাণ্ডা হাত চিমনির গরমে সেঁকে নেয়। আজ গরম পড়েছে। গরমে শরীর ঘামছে। এই গরমে হাত সেঁকার

www.MurchOna.com

প্রয়োজন নেই। সিদ্দিকুর রহমানের হাতে হুক্কার নল। তিনি মাঝে মাঝে নলে টান দিচ্ছেন। কিন্তু কোনো ধোঁয়া বের হচ্ছে না। আগুন অনেক আগেই নিভে গেছে। তিনি নিজেও তা জানেন। আগুন আনতে কাউকে পাঠাচ্ছেন না। তাঁর ভয়-ভয় লাগছে। তিনি চাচ্ছেন লোকমান বা সুলেমান তাঁর পাশেই থাকুক। সিদ্দিকুর রহমান গলা খাঁকারি দিয়ে ডাকলেন, সুলেমান!

দুই ভাই একসঙ্গে জবাব দিল— জি চাচাজি ?

সিদ্দিকুর রহমান শান্ত গলায় বললেন, বাড়িতে একটা মৃত্যু হয়েছে। কিন্তু বাড়িতে কোনো কান্নার শব্দ নাই। এটা কেমন কথা ?

লোকমান এবং সুলেমান নড়েচড়ে বসল। কেউ জবাব দিল না। তারা খুব ভালো করে জানে সিদ্দিকুর রহমান তাঁর বেশিরভাগ প্রশ্নেরই জবাব শুনতে চান না।

জন্ম এবং মৃত্যু এই দুই সময়েই শব্দ করে কাঁদতে হয়। জন্মের সময় দু'জন কাঁদে। যার জন্ম হয় সে কাঁদে। আর কাঁদে তার মা। মৃত্যুর সময় অনেকেই কাঁদে। শুধু যে মারা গেল সে কাঁদতে পারে না। সুলেমান!

জি চাচাজি ?

থানায় কি লোক গিয়েছে ?

জি, ওসি সাহেব আসতেছেন।

জানাজার ব্যাপারে কোনো মীমাংসা হয়েছে ?

জি-না। মওলানা সাহেব বলেছেন, অপঘাতে মৃত্যু, জানাজা হবে না। কিতাবে লেখা আছে।

তুমি মাওলানা সাহেবকে বলে আসো— অপঘাতে মৃত্যু হলে জানাজা হবে না এটা কোন কিতাবে লেখা আছে আমাকে যেন এনে দেখায়।

এখন যাব ?

হ্যাঁ, এখন যাবে।

সুলেমান চলে গেল। লোকমান হারিকেনের দিকে একটু এগিয়ে গেল। মনে হচ্ছে একা হয়ে যাওয়ায় সে খানিকটা ভয় পাচ্ছে। সিদ্দিকুর রহমান চোখ বন্ধ করে ফেললেন। তাঁর মাথায় যন্ত্রণা হচ্ছে। চোখ জ্বালা করছে। তিনি এই মুহূর্তে রমিলার কথা ভাবছেন। মাতা কি পুত্রের মৃত্যুসংবাদ পেয়েছেন ? হঠাৎ তাঁর কাছে মনে হলো, মস্তিষ্ক বিকৃত থাকার কিছু সুবিধা আছে। পুত্রের মৃত্যুসংবাদ এই মস্তিষ্কবিকৃত মহিলা সহজভাবে গ্রহণ করবে। চিৎকার-কান্নাকাটি করবে না। ঘটনাটা হয়তো সে বুঝতেই পারবে না। এটা তার জন্যে মঙ্গলজনক।

www.MurchOna.com

লোকমান!

জি চাচাজি ?

মাসুদের মাতাকে কি মৃত্যুসংবাদ দেয়া হয়েছে ?

চাচাজি, আমি জানি না। খোঁজ নিয়া আসি।

খোঁজ নিয়া আসার প্রয়োজন নাই। আমি নিজেই যাব।

হুক্কা ঠিক করে দিব চাচাজি ? আগুন নাই।

দাও, হুক্কা ঠিক করে দাও।

লোকমান প্রায় বিড়বিড় করে বলল, বাংলাঘরে অনেক লোক আসছে। আপনের সঙ্গে কথা বলতে চায়।

সিদ্দিকুর রহমান বললেন, কথা বলার কিছু নেই। তারা যেন এইদিকে না আসে।

জি আচ্ছা।

পরীবানুর বাড়ি থেকে কেউ এসেছে ?

উনার পিতা এসেছেন।

তাঁকে ভিতর-বাড়িতে নিয়ে যাও। মেয়ের সঙ্গে কথা বলায়ে দাও।

জি আচ্ছা।

মরাবাড়িতে তিনদিন তিনরাত চুলা জ্বালানো হয় না। চুলা যেন না জ্বালানো হয়।

জি আচ্ছা।

আশেপাশের বাড়ি থেকে মরাবাড়িতে খানা পাঠায়। এই বাড়িতে কেউ যেন খানা না পাঠায়।

জি আচ্ছা।

লোকমান কল্কেতে আগুন ধরিয়ে দিল। সিদ্দিকুর রহমান হুক্কার নলে একটা টান দিয়েই উঠে দাঁড়ালেন। রমিলার সঙ্গে কথা বলা দরকার। মাতাকে পুত্রের মৃত্যুসংবাদ দেয়া প্রয়োজন। তাঁর মন বলছে, এই সংবাদ রমিলা এখনো পায় নাই। লোকমান তাঁর পেছনে পেছনে আসছিল। তিনি লোকমানকে বললেন, তুমি বাংলাঘরে যাও। যারা এসেছেন তাদের দেখভাল করো। পান-তামাক দাও।

রমিলার ঘরের সামনের হারিকেনটা এখন জ্বালানো হয়েছে। হারিকেনের আলোয় দেখা যাচ্ছে, রমিলা জানালার শিক ধরে দাঁড়িয়ে আছেন। সিদ্দিকুর রহমানকে দেখেই তিনি মাথায় কাপড় তুলে দিলেন।

www.MurchOna.com

সিদ্দিকুর রহমান বললেন, কেমন আছ ?

রমিলা বললেন, ভালো আছি। আপনার শরীর কেমন ?

সিদ্দিকুর রহমান বললেন, আমার শরীর ভালো। বাড়িতে একটা দুর্ঘটনা ঘটেছে, এই খবর কি পেয়েছ ?

রমিলা হ্যাঁ-সূচক মাথা নাড়লেন। সিদ্দিকুর রহমান বললেন, খবর কে দিয়েছে ?

রমিলা বললেন, আমি একজনের কাছ থেকে খবর পেয়েছি। তার নাম আপনেরে বলব না। আপনি মাসুদের বিষয় নিয়া অস্থির হবেন না। এখন অস্থির হওয়ার সময় না।

তুমি অস্থির না ?

না। সবেই সবের কপাল নিয়া আসে। মাসুদ তার কপাল নিয়া আসছে। তার কপালে যা ছিল তা-ই ঘটেছে। আল্লাহপাকের এইরকম ইচ্ছা ছিল।

সিদ্দিকুর রহমান বললেন, তুমি যা ভেবেছ তা ভাবলে মনে শান্তি পাওয়া যায়। কিন্তু ঘটনা সেরকম না। মানুষ নিজে তার কপাল তৈরি করে। এই স্বাধীনতা আল্লাহপাক মানুষকে দিয়েছেন।

রমিলা বললেন, মানুষের ভাগ্যে যা লেখা তার অতিরিক্ত কোনোকিছু করার ক্ষমতা তার নাই। এই বিষয়টা আমার মতো ভালো কেউ জানে না। আপনে যদি চান আপনারে বুঝায়ে বলতে পারি।

সিদ্দিকুর রহমান বিস্মিত চোখে তাকিয়ে আছেন। এই মুহূর্তে রমিলাকে তাঁর কাছে মনে হচ্ছে অত্যন্ত সুস্থ একজন মহিলা, যে-মহিলা জটিল তর্ক শুরু করতে পারে এবং তর্ক এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে। তিনি রমিলার জানালার কাছে এগিয়ে গেলেন। কোমল গলায় বললেন, তোমার খাওয়াদাওয়া কি হয়েছে ?

রমিলা বললেন, জি না। আইজ রাইতে আমি কিছু খাব না। আমি উপাস দিব।

সিদ্দিকুর রহমান বললেন, তুমি যদি চাও আমি তোমার ঘরের দরজার তালা খুলে দিব। তুমি লীলার সঙ্গে থাক। লীলার মন ভালো হবে। সে বড়ই অস্থির হয়ে আছে।

রমিলা বললেন, আপনি লীলার কথা বললেন। তার মন ঠিক করার ব্যবস্থা নিলেন, কিন্তু মাসুদের স্ত্রীর বিষয়ে কিছু বললেন না। তার মন ঠিক করার বিষয়ে কিছু ভেবেছেন ?

না।

www.MurchOna.com

যান, তার মনটা ঠিক করে দেন।

কীভাবে ঠিক করব ?

রমিলা কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে স্পষ্ট গলায় বললেন, আপনি তার কাছে যান। তার মাথায় হাত রেখে শুধু 'মা' বলে একবার ডাকেন।

তাতেই মন ঠিক হবে ?

হুঁ। মা বলে ডাক দিলে মেয়েটা কাঁদতে শুরু করবে। বড় কষ্ট পেলে মনে বিষ তৈরি হয়। তখন যদি কেউ কাঁদে, মনের বিষ চোখের পানির সঙ্গে বের হয়ে যায়।

বাহ, ভালো বলেছ। এইসব কি নিজে নিজেই বের করেছ, না কেউ তোমাকে আগে বলেছে ?

রমিলা জবাব দিলেন না। বড় করে নিঃশ্বাস ফেললেন। সিদ্দিকুর রহমান বললেন, আমি লোকমানকে পাঠাচ্ছি। সে তোমার ঘরের দরজা খুলে দিবে।

আপনার মেহেরবানি।

মাসুদের মৃত্যুসংবাদ তোমাকে কে দিয়েছে এটা আমাকে বলতে চাচ্ছ না কেন ?

বললে আপনি বিশ্বাস করবেন না। কেউ আমাকে বিশ্বাস না করলে আমার খারাপ লাগে।

সিদ্দিকুর রহমান বললেন, অবিশ্বাস করার তো কিছু নাই। তুমি শুধু শুধু মিথ্যা কথা কেন বলবে ?

রমিলা চাপা গলায় বললেন, মাসুদের মৃত্যুসংবাদ আমাকে সে নিজেই দিয়েছে। আমার ঘরে সে এসেছিল। আমার বিছানায় অনেকক্ষণ বসেছিল। বারান্দায় যখন হারিকেন জ্বালাল তখন চলে গেল। আপনি কি আমার কথা বিশ্বাস করেছেন ?

সিদ্দিকুর রহমান জবাব দিলেন না। রমিলা ছোট্ট নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, এইজন্যেই তার নামটা আপনারে বলি নাই।

সিদ্দিকুর রহমান দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। বদ্ধ উন্মাদের প্রলাপ। স্বাভাবিক আচরণের মাঝখানে ভয়ঙ্কর অস্বাভাবিকতা। তালা খুলে এই উন্মাদকে ছেড়ে দেয়া ঠিক হবে না। যে-কোনো মুহূর্তে সে ভয়ঙ্কর কিছু করে ফেলবে। তিনি পরীবানুর ঘরের দিকে রওনা হলেন। আশ্চর্য কাণ্ড, পা টেনে এগোতে তাঁর কষ্ট হচ্ছে। শরীর ভারী হয়ে গেছে। পা ক্লান্ত। শরীরের প্রতিটি অঙ্গপ্রত্যঙ্গই কি আলাদা করে বিশ্রাম চায় ? চোখ ক্লান্ত হলে চোখের পাতা নেমে আসে। পা ক্লান্ত

www.MurchOna.com

হলে হাঁটার মাঝখানে হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ে। তাঁরও কি এরকম হবে ? পরীবানুর ঘরের কাছে এসে পা থেমে যাবে ?

পরী ঠিক আগের জায়গাতেই আছে। লীলা পরীর পাশে কুণ্ডলী পাকিয়ে শুয়ে আছে। মনে হচ্ছে সে গভীর ঘুমে তলিয়ে আছে। পরীর একটা হাত লীলার কপালে। শ্বশুরকে দেখে পরী লীলার কপাল থেকে হাত তুলে নিল। শ্বশুরের দিকে তাকাল।

সিদ্দিকুর রহমান বললেন— মা, তোমার কাছে আমি ক্ষমা চাইতে এসেছি। আমার ছেলে যে এমন কাণ্ড করবে আমি বুঝতে পারি নাই।

পরী জবাব দিল না। শ্বশুরের চোখের দিকে তাকিয়ে রইল। তার দৃষ্টিতে রাগ, অভিমান, দুঃখ কিছুই নেই। আবেগহীন, ভাষাহীন বড় বড় চোখ।

সিদ্দিকুর রহমান পরীর কাছে এগিয়ে গেলেন। তার মাথায় হাত রাখলেন। পরী সামান্য কেঁপে উঠল। সিদ্দিকুর রহমান বললেন, এত বড় দুর্ঘটনা আমার কারণে ঘটেছে। তার জন্যে তুমি যদি আমাকে কোনো শাস্তি দিতে চাও দিতে পারো।

সিদ্দিকুর রহমান পরীর মাথায় হাত বুলাচ্ছেন। পরীর সারা শরীর কেঁপে কেঁপে উঠছে। একসময় তার চোখ দিয়ে টপটপ করে পানি পড়তে শুরু করল।

রাত এগারোটা।

বড়বাড়ির পেছনের বাগানে মাসুদের জন্যে কবর খোঁড়া হয়েছে। লাশ ধোয়ানো হয়েছে। কাফন পরিয়ে রাখা হয়েছে। জানাজা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে লাশ কবরে নামানো হবে। মধ্যরাতের আগেই লাশ কবরে নামাতে হয়।

সিদ্দিকুর রহমানকে মধ্যরাতে জানানো হলো, ইমাম সাহেব জানাজা পড়তে কিছুতেই রাজি না। তবে তিনি খাস দিলে দোয়াখায়ের করবেন। সিদ্দিকুর রহমান বললেন, ঠিক আছে। আল্লাহপাক মাসুদের কপালে যা রেখেছেন তা-ই হবে। লাশ কবরে নামানোর ব্যবস্থা করো। তবে মাটি দিও না। লাশ কবরে নামানোর পর ইমাম সাহেবকে খবর দিয়ে আনবে, তিনি যেন দোয়া করেন। তাঁর দোয়ার পরে মাটি দেয়া হবে।

ইমাম সাহেব সঙ্গে সঙ্গেই এলেন। তিনি কিছুটা সংকুচিত। সেই সঙ্গে ভেতরে ভেতরে আনন্দিত। অতি ক্ষমতাবান একজনের হুকুম তিনি অগ্রাহ্য করতে পেরেছেন। এমন যুক্তিতে করেছেন যে ক্ষমতাবান মানুষটার বলার কিছু নাই। এই অঞ্চলে তাঁকেও লোকজন ক্ষমতাধর মানুষ হিসেবে বিবেচনা করতে শুরু করবে।

www.MurchOna.com

ইমাম সাহেবের নাম আব্দুল নূর। ফরিদপুরের মানুষ। এই অঞ্চলে স্থায়ী হয়ে গেছেন। ঘর-বাড়ি করেছেন। স্ত্রীকে নিয়ে বাস করেন। তাঁর বাড়ির নাম হয়েছে ইমামবাড়ি। ইমাম সাহেবের জিন-সাধনা আছে এমন জনশ্রুতি। এই বিষয়ে কেউ কিছু জানতে চাইলে তিনি মধুর ভঙ্গিতে হাসেন। হ্যাঁ-না কিছুই বলেন না।

আব্দুল নূর উঠানে সিদ্দিকুর রহমানের সঙ্গে দেখা করতে এসে অতি বিনয়ী গলায় বললেন, জনাব, আপনি আমার উপর বিরাগ হবেন না। অপঘাতে মৃতের জানাজা হবার নিয়ম নাই। ইসলামি কানুনের বরখেলাপ হয় এমন কিছুই আমি করব না। যদি করি তাহলে আল্লাহ্‌পাক নারাজ হবেন। মানুষের নারাজি আমি নিতে পারব, আল্লাহ্‌পাকের নারাজি নিতে পারব না।

সিদ্দিকুর রহমান বললেন, আপনার নিজের যদি অপঘাতে মৃত্যু হয় তাহলে তো আপনারও জানাজা হবে না। ঠিক না ?

জি ঠিক।

সিদ্দিকুর রহমান শান্ত গলায় বললেন, আমার ছেলের যদি জানাজা না হয় তাহলে আপনারও যেন জানাজা না হয়— সেই ব্যবস্থা আমি নিতে পারি, তা কি আপনি জানেন ?

আব্দুল নূর চোখ বড় বড় করে তাকিয়ে রইলেন।

সিদ্দিকুর রহমান বললেন, আমি যে মানুষ খারাপ এটা সবাই জানে। আপনি বিদেশী লোক বলে আপনি জানেন না। আমার ছেলের জন্যে দোয়া করবেন এইজন্যে আপনারে আমি ডাকি নাই। এই কথাগুলি বলার জন্যে ডেকেছি। এখন আপনি যান।

আব্দুল নূর বিড়বিড় করে বললেন, জনাব, আমি জানাজা পড়াব।

সিদ্দিকুর রহমান বললেন, খুবই ভালো কথা, লাশ কবরে নামানো হয়ে গেছে, লাশ কবর থেকে তুলে জানাজার ব্যবস্থা করেন। একবার লাশ কবরে নামানোর পর সেই লাশ আবার তোলার বিষয়ে কি কোনো বিধি-নিষেধ আছে ?

জি-না।

এখন আমার সামনে থেকে যান।

জি আচ্ছা।

আব্দুল নূর মাথা নিচু করে বের হয়ে গেলেন। আব্দুল নূর এবং সিদ্দিকুর রহমান দু'জনের কেউই টের পেলেন না এই নাটকীয় কথোপকথন বারান্দা থেকে শুনল পরীবানু। সিদ্দিকুর রহমান নামের মানুটার উপর থেকে হঠাৎ তার সব রাগ দূর হয়ে গেল।

www.MurchOna.com

'আমি কন্যা লীলাবতী, ভাইয়ের বোন ভাগ্যবতী।'

আমার কোনো ভাই নেই। একটা ভাই ছিল। সে মারা গেছে। এখনো কি আমি ভাগ্যবতী ? মানুষ আলাদা আলাদা ভাগ্য নিয়ে আসে না। একজনের ভাগ্যের সঙ্গে আরেকজনের ভাগ্য জড়ানো থাকে। একজনের ভাগ্যে ধ্বস নামলে, পাশের জনের ভাগ্যেও লাগে। আচ্ছা, এইসব আমি কী লিখছি ? আর কেনইবা লিখছি ? কে পড়বে আমার এই লেখা!

কেউ না পড়ুক, আমি আমার ভাইয়ের বিষয়টা গুছিয়ে লিখতে চাই। আমার মন বলছে, খুব গুছিয়ে বিষয়টা লিখলেই আমার মন অনেক হালকা হয়ে যাবে। কিন্তু লিখবটা কী ? আমি তো তাকে সেইভাবে জানি না। তার জানাজা পড়ানো হলো শহরবাড়ির সামনের মাঠে। জানাজায় মেয়েরা অংশ নিতে পারে না। জানাজার পুরো ব্যাপারটা আমি দেখলাম জানালা দিয়ে। আমার পাশে পরীবানুও দাঁড়িয়ে ছিল। একবার ভাবলাম তাকে বলি, তোমার দেখার দরকার নেই। তোমার মন খারাপ হবে। তারপরই মনে হলো, সে যে অবস্থায় আছে তারচে' খারাপ হবার তো কিছু নেই।

তবে পরীবানু শক্ত মেয়ে। সে কাঁদছিল, কিন্তু চিৎকার করে বাড়ি মাথায় তুলছিল না। জানাজা প্রক্রিয়াটি সে দেখছিল যথেষ্ট আগ্রহ নিয়ে।

একটা নকশাদার খাটিয়ায় সাদা কাপড়ে মোড়ানো কফিন। তিনটা হ্যাজাক লাইট জ্বালানো হয়েছে। এর মধ্যে একটা নষ্ট। কিছুক্ষণ পর পর হ্যাজাকের সাদা আলো লাল হয়ে যাচ্ছে। খাটিয়ার চার মাথায় আগরবাতি জ্বলছে। আগরবাতির আলো জোনাকির মতো জ্বলছে নিভছে। বাতাস ছিল না বলে আগরবাতির ধোঁয়া সোজা উপরের দিকে উঠছে। চারদিকের গাঢ় অন্ধকারে সাদা ধোঁয়ার সুতা আকাশে মিশে যাচ্ছে, দেখতে খুবই সুন্দর লাগছে।

সারি বেঁধে সবাই দাঁড়িয়েছে। নামাজ শুরু হবার আগে বাবা বললেন, জানাজার নামাজের আগে মৃত ব্যক্তির সৎগুণ নিয়ে আলোচনা নবীর সুন্নত। নবীজি এই কাজটি করতেন। আপনারা আমার ছেলে সম্পর্কে ভালো কিছু যদি জানেন তাহলে কি একটু বলবেন ?

www.MurchOna.com

সারি বেঁধে দাঁড়ানো লোকজন একে অন্যের দিকে তাকাচ্ছে। গুনগুন শব্দও হচ্ছে। কেউ এগিয়ে আসছে না। বাবা বললেন, মিথ্যা করে কিছু বলবেন না। অনেক সময় মৃত ব্যক্তির প্রতি সম্মান দেখানোর জন্যে মিথ্যা মিথ্যি ভালো ভালো কথা বলা হয়। দয়া করে কেউ মিথ্যাচার করবেন না।

কেউ এগিয়ে আসছে না। আমার খুবই রাগ লাগছে। আমি গুনে দেখেছি সর্বমোট একশ' ষোলজন মানুষ আছে জানাজায়। এতজন মানুষের কেউ আমার ভাই সম্পর্কে একটা ভালো কথা বলবে না ? কোনো সৎগুণই কি তার নাই ? পরীবানু আমার কাঁধে হাত রেখেছে। সেই হাত থরথর করে কাঁপছে। পরীবানু ভাঙা গলায় বলল, বুবু, কেউ কিছুই বলতেছে না কেন ? কেন কেউ কিছু বলে না ?

পরীবানুর ভাঙা গলা, তার শরীরের কাঁপুনি, আমার রাগ এবং দুঃখবোধ সব মিলিয়ে কিছু একটা হয়ে গেল— আমি জানালার পর্দা সরিয়ে উঁচু গলায় বললাম, আমি কিছু বলব। আমার গলার স্বর মনে হয় যথেষ্টই উঁচু ছিল। সবাই জানালার দিকে তাকাল। মওলানা সাহেবের ভুরু যে কুঁচকে উঠেছে তা আমি না দেখেও বুঝতে পারছিলাম। তিনি ফিসফিস করে বাবাকে কী যেন বললেন। খুব সম্ভবত তিনি বললেন— এইসব বিষয়ে মেয়েরা কিছু বলতে পারবে না। তারা থাকবে পর্দায়। মওলানা সাহেবের কথা না শোনা গেলেও বাবার কথা শোনা গেল। বাবা বললেন, মেয়েদের যদি কিছু বলার থাকে তারাও বলতে পারে। আমি তাতে কোনো দোষ দেখি না। মা তুমি বলো। পর্দার আড়াল থেকে বলো।

আমি কী বলব বুঝতে পারছি না। আমি তো মাসুদের বিষয়ে কিছুই জানি না। আমি তাকালাম পরীবানুর দিকে। পরীবানু বলল, বুবু বলেন— সে জীবনে কোনোদিন কোনো মিথ্যা কথা বলে নাই।

আমি নিচুগলায় পরীকে বললাম, কথাটা বোধহয় ঠিক না। তুমি ভেবে বলো, যেটা সত্যি সেটা বলো।

পরীবানু বলল, বুবু, আপনাকে ভুল বলেছি, সে মিথ্যা কথা বলতো। তার মতো নরম দিলের মানুষ তিন ভুবনে ছিল না, কোনোদিন হবেও না। আপনি এই কথাটা বলেন।

আমি বললাম, আমার ভাই ছিল অতি হৃদয়বান একজন মানুষ।

পরীবানু বলল, তার বিষয়ে আরো অনেক কিছু বলার আছে বুবু, এখন মনে আসতেছে না।

আমি বললাম, থাক আর দরকার নাই।

www.MurchOna.com

মাসুদের কবর হলো বাড়ির পেছনে জামগাছের তলায়। পাশাপাশি দুটা জামগাছ— একটা বড়, একটা ছোট। গাছতলায় কবর দেয়ার কারণ হলো— গাছপালা সবসময় আল্লাহর জিকির করে। সেই জিকিরের সোয়াব কবরবাসী পায়।

স্বামীর কবরের কাছে যাওয়া পরীবানুর জন্যে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হলো। সন্তানসম্ভবা স্ত্রীরা না-কি স্বামীর কবরের কাছে যেতে পারে না। এতে পেটের সন্তানের বিরাট ক্ষতি হয়।

আমি পরীবানুকে বললাম, তোমার যখন ইচ্ছা হবে তুমি কবরের কাছে যাবে। এত নিষেধ মানার কিছু নাই। তবে রাতে যদি কখনো যেতে ইচ্ছা করে একা যাবে না। আমাকে সঙ্গে নিয়ে যাবে।

পরী বানু বলল, একা যাব না কেন ?

আমি বললাম, ভয় পেতে পারো।

পরীবানু বলল, ভয় পাব কেন ? যে জীবিত অবস্থায় আমাকে ভালোবেসেছে সে মৃত অবস্থায় আমাকে কেন ভয় দেখাবে ?

আমি বললাম, তোমার যদি একা যেতে ইচ্ছা করে তুমি একা যেও। অসুবিধা নেই।

পরীবানু প্রতি রাতেই মাসুদের কবরের কাছে যেত। বেশির ভাগ সময় আমি থাকতাম সঙ্গে। এক রাতে একটা ঘটনা ঘটল। শহরবাড়ি থেকে কবরে যেতে হলে বাঁশঝাড়ের ভেতর দিয়ে যেতে হয়। বাঁশঝাড়ে ঢুকেছি। সেখান থেকে হঠাৎ কবরের দিকে চোখ গেল। দেখি একটা ছায়ামূর্তি কবরে হাঁটাহাঁটি করছে। ছায়ামূর্তি দেখতে অবিকল মাসুদের মতো। মাসুদ যেমন মাথা ঢেকে চাদর পরত ছায়ামূর্তির গায়ে সেরকম চাদর। আমি থমকে দাঁড়িয়ে গেলাম। পরীবানু অস্ফুট শব্দ করে আমার হাত ধরে ফেলল। তারপরই চাপা গলায় বলল, বুবু, কিছু দেখেছেন ?

আমি বললাম, চল ফেরত যাই।

পরীবানু বলল, আপনি বাড়িতে চলে যান। আমি যাব না। আমি তার কাছে যাব। এই দেখেন আপনার ভাই হাত ইশারায় ডাকতেছে।

পরীবানুর গলার স্বর গম্ভীর। সে যে কবরের কাছে যাবে তা তার গলার স্বরেই বোঝা যাচ্ছে। শেষপর্যন্ত দু'জনে মিলেই গেলাম। কবরের কাছাকাছি যাবার আগেই ছায়ামূর্তি মিলিয়ে গেল।

www.MurchOna.com

সেই রাতেই এই ঘটনা বাবার কানে পৌঁছল। তিনি আমাকে ডেকে পাঠালেন। বাবা খাটে পা তুলে বসেছিলেন। তাঁর সামনে হুক্কা। তিনি নল হাতে বসে আছেন। হুক্কা টানছেন না। আমি তাঁর সামনে দাঁড়াতেই তিনি ইশারা করলেন বসতে। আমি তাঁর পাশে বসলাম। বাবা আমার দিকে না তাকিয়েই বললেন— এইটা কি মাস জানো ?

আমি বললাম, আশ্বিন মাস।

বাবা বললেন, আশ্বিন মাসে চাঁদের দশ তারিখ থেকে বিশ তারিখ গ্রামের মানুষ ভূত-প্রেত বেশি দেখে, এইটা জানো ?

আমি বললাম, জানি না।

আশ্বিন মাসে কুয়াশা থাকে। কুয়াশার ভিতর জোছনা হয় মরা মরা। গাছের পাতার ফাঁকে এই জোছনা যখন আসে তখন মনে হয় ভূত-প্রেত।

আমি বাবার কথা বুঝতে পারছিলাম না। তিনি প্রস্তাবনা শুরু করেছেন। মূল বক্তব্যে এক্ষুনি যাবেন, তার জন্যে অপেক্ষা করাই ভালো।

লীলা শোনো। জামগাছের পাতার ফাঁক দিয়ে আশ্বিন মাসের ১৩ তারিখে জোছনা নেমেছে। সেই জোছনায় ছায়া তৈরি হয়েছে। ছায়াটা পড়েছে কবরে। তোমরা সেই ছায়াটাকে মনে করেছ মাসুদ। মৃত মানুষ ফিরে আসে না। কায়া ধরেও আসে না, ছায়া ধরেও আসে না।

বাবার যুক্তি আমি সঙ্গে সঙ্গে মানলাম। এত পরিষ্কার চিন্তা গ্রামের মানুষ সাধারণত করে না। কোনো বিষয় নিয়ে চিন্তা করার অভ্যাস না থাকলে চিন্তার মতো পরিশ্রমের কাজ গ্রামের মানুষজন করে না। এই মানুষটা করেন। ভালোমতোই করেন।

লীলা।

জি।

যদি একজন কেউ ভূত দেখে ফেলে তখন অন্যরাও দেখা শুরু করে। ভূত দেখা কলেরা রোগের মতো। একজনের হলে তার আশেপাশে দশজনের হয়। কাজেই তোমরা ভূত দেখাদেখি নিয়ে আলোচনা করবে না।

জি আচ্ছা।

কাল সকালে আমি জামগাছ দুটা কাটায়ে ফেলব। কবরের আশেপাশে গাছ থাকার প্রয়োজন নাই।

মনে হয় তাঁর কথা বলা শেষ হয়েছে। তিনি তামাক টানা শুরু করেছেন। আমি চলে যাবার জন্যে উঠে দাঁড়ালাম না, বসেই রইলাম। অতি নিঃসঙ্গ এই

www.MurchOna.com

মানুষটার জন্যে মায়া লাগছে। তাঁর সঙ্গে কিছুক্ষণ কথা বলতে ইচ্ছে করছে। এত বড় ঘটনা ঘটে যাবার পরেও মানুষটার মানসিক শক্তি আমি মুগ্ধ হয়ে দেখছি। বড় ধরনের ধাক্কা তিনি খেয়েছেন। তার ছাপ আমি দেখতে পাচ্ছি। তিনি আগের মতো হেঁটে জঙ্গলা ভিটায় যেতে পারেন না। তাঁকে এখন লোকমান-সুলেমানের কাঁধে ভর দিয়ে যেতে হয়।

লীলা, তুমি কিছু বলতে চাও ?

আমি বললাম, আপনি ভূত-প্রেত বিশ্বাস করেন না ?

বাবা তামাক টানা বন্ধ করে আমার দিকে ফিরলেন। আগে আমরা পাশাপাশি বসেছিলাম, এখন বসেছি মুখোমুখি। বাবা বললেন, মানুষ মরে ভূত-প্রেত হয় এইসব বিশ্বাস করি না, তবে অন্য কিছু আছে।

অন্য কিছুটা কী ?

ভূত-প্রেত জগতের জিনিস। আমি একবার দেখা পেয়েছিলাম। তুমি কি ঘটনাটা শুনতে চাও ?

শুনতে চাই।

তোমার মাকে বিবাহের রাতেই ঘটনাটা বলেছিলাম। সে অত্যধিক ভয় পেয়েছিল।

আমি সহজে ভয় পাই না।

বাবা ছোট্ট করে নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, তুমি আমার মতো হয়েছ। আমার মধ্যে ভয়-ডর কম। সব মানুষের মৃত্যুভয় থাকে। আমার সেই ভয়ও নাই। মৃত্যু যখন হবার হবে। তার ভয়ে অস্থির হবার কিছু নাই।

আপনি ঘটনাটা বলেন।

আমার যৌবনকালের ঘটনা। বয়স কুড়ি-একুশ। তারচেয়ে কিছু কমও হতে পারে। তখন হলো টাইফয়েড। বাংলায় বলে সান্নিপাতিক জ্বর। তখন টাইফয়েড রোগের কোনো চিকিৎসা ছিল না। এই রোগ হওয়া মানেই মৃত্যু। আমার মৃত্যু হলো না, একত্রিশ দিনের মাথায় জ্বর ছাড়ল। শরীর অতি দুর্বল। দুই পা হাঁটলে মাথা ঘুরে। কিছু খেতে পারি না। হজম হয় না। দুইবেলা জাউ ভাত আর শিং মাছের ঝোল খাই। আমার দাদি তখন আমার স্বাস্থ্য ঠিক করার দায়িত্ব নিলেন। তিনি হুকুম দিলেন, প্রতিদিন যেন আমাকে নদীর পাড়ে হাওয়া খেতে নিয়ে যাওয়া হয়। নদীর টাটকা হাওয়া রুচিবর্ধক। চারজন বেহারা পালকিতে করে আমাকে নদীর পাড়ে নিয়ে যায়। সেখানে পাটি পেতে দিয়ে দূরে গিয়ে গাজা ভাং খায়। সন্ধ্যা মিলাবার পর আমাকে নিয়ে ফিরে আসে। আমি নদীর দিকে তাকিয়ে শীতল পাটিতে শুয়ে থাকি।

www.MurchOna.com

জায়গাটা অতি নির্জন। আশেপাশে কোনো লোকবসতি নাই। নদীর ঐ পাশে ঘন বন। দিনেরবেলায়ও শিয়াল ডাকে।

একদিনের ঘটনা। সন্ধ্যা হয়েছে। দিনের আলো সামান্য আছে। আমি শুয়ে আছি। বেহারা চারজন দূরে কোথাও গেছে। গাজা-টাজা খাচ্ছে হয়তো। আমার দৃষ্টি নদীর পানির দিকে। হঠাৎ দেখি পানিতে ঘূর্ণির মতো উঠেছে। এটা এমন কোনো বিশেষ ঘটনা না। নদীর পানিতে প্রায়ই ঘূর্ণি ওঠে।

হঠাৎ আমার গা ঝাড়া দিয়ে উঠল। আমি শোয়া থেকে উঠে বসলাম। দেখি নদীর ঘূর্ণি থেকে কে যেন মাথা ভাসায়ে দিয়েছে। প্রথমে চুল দেখলাম, তারপর মাথা। সেই মাথা পুরাপুরি মানুষের মাথা না। চোখ নাই। যাদের চোখ থাকে না তাদের চোখে কোটর থাকে। এর তাও নাই। চোখের জায়গায় মুখের চামড়ার মতো চামড়া। বাকি সব ঠিক আছে। নাক আছে, মুখ আছে, কান আছে। জিনিসটা বুক পর্যন্ত পানির উপর উঠল। তারপর কথা বলল। আমার দিকে আঙুল দেখিয়ে বলল— 'এই, মন দিয়ে শোন। পিতলের একটা ঘড়া মাটিতে পোতা আছে। তোকে দিলাম। তুই ভোগদখল কর। ঘড়াটা কই আছে নজর করে দেখ। তাকা আমার আঙুলের দিকে।'

এই বলেই সে আমার দিক থেকে আঙুল সরিয়ে নদীর পাড়ের একটা অংশ আঙুল দিয়ে দেখাল। যেভাবে সে পানি থেকে আস্তে আস্তে উঠেছিল সেইভাবেই আস্তে আস্তে পানিতে ডুবে গেল। সারাক্ষণই আঙুল নদীর পাড়ের দিকে ধরে থাকল। আমি অজ্ঞান হয়ে পাটিতে পড়ে গেলাম। বেহারারা অজ্ঞান অবস্থাতেই আমাকে বাড়িতে নিয়ে গেল। আমার জ্ঞান ফিরে চার ঘণ্টা পরে। তখন আমার সারা শরীর দিয়ে 'বিজল' বের হচ্ছে। 'বিজল' চিন ? বিজল হলো তৈলাক্ত জিনিস।

বাবা থামলেন। এখন তিনি আর আমার দিকে তাকাচ্ছেন না। তিনি আবারো মুখ ঘুরে বসেছেন। আমার সঙ্গে কথাবার্তা শেষ হয়েছে এরকম ভাব। আমি বললাম, আপনি তখন খুব অসুস্থ ছিলেন। শীতল পাটিতে শুয়ে থাকলেন। উঠে বসার মতো সামর্থ্যও ছিল না। আমার ধারণা আপনি ঘুমিয়ে পড়েছিলেন। ঘুমের মধ্যে স্বপ্ন দেখেছেন। স্বপ্নটা আপনার কাছে সত্যি মনে হয়েছে। মাঝে মাঝে অনেক স্বপ্ন আমাদের কাছে সত্যি মনে হয়।

বাবা বললেন, তোমার কথার মধ্যে যুক্তি আছে। যুক্তির কথা আমার পছন্দ।

আমি বললাম, অন্ধ মানুষটা আপনাকে যে জায়গাটা দেখিয়েছিল সেই জায়গাটার কি আপনি খোঁজ করেছিলেন ?

বাবা শান্ত গলায় বললেন, হ্যাঁ। পরের দিনই সেখানে গিয়েছি।

www.MurchOna.com

কিছু পান নাই ?

বাবা শান্ত গলায় বললেন, খুঁড়াখুঁড়ি করি নাই।

কেন করেন নাই ? আপনার কৌতূহল হয় নাই ?

কৌতূহল হয়েছে, কিন্তু ভূত-প্রেতের কাছ থেকে কিছু নিতে ইচ্ছা করে নাই। তবে সেই জায়গা আমি পরে কিনে নিয়েছি। আমি মাঝে মাঝেই সন্ধ্যার দিকে ঐ জায়গায় বসে থাকি।

অন্ধ লোকটার দেখা পাওয়ার জন্যে ?

হ্যাঁ, তবে তাকে লোক বলবে না। সে মানুষ না, অন্য কিছু।

আবার তার দেখা পেতে চান কেন ?

আমি তাকে জিজ্ঞেস করব, সে কে ?

'সে কে' এটা জেনে আপনার লাভ কী ?

কোনো লাভ নাই। কৌতূহল মিটানো। মানুষ কৌতূহল মিটানোর জন্যে অনেক কিছু করে। শুধু যে মানুষ করে তা-না। পশুপাখি কীটপতঙ্গ সবাই কৌতূহল মিটাতে চায়। তুমি যদি সন্ধ্যাবেলায় একটা কুপি জ্বালাও, দেখবে অনেক পোকা আগুনে এসে পড়ে। তাদের কৌতূহল হয় আগুন জিনিসটা কী জানার। জানতে এসে মারা পড়ে।

আপনি আমাকে একদিন আপনার সঙ্গে নিয়ে যাবেন ? জায়গাটা দেখব।

অবশ্যই নিয়ে যাব। কবে যাবে বলো। কাল যেতে চাও ?

হ্যাঁ যাব।

আমি এখন আমার বাবার প্রসঙ্গে কিছু কথা বলি। তিনি শুরুতে আমার কাছে ছিলেন অতি দুষ্টু একজন মানুষ। যে তাঁর স্ত্রী-কন্যাকে দূরে ঠেলে দেয়— আরেকটি বিবাহ করে। সুখে যে ঘর-সংসার করে তা-না। স্ত্রীকে তালা আটকে বন্দি করে রাখে। তাঁর সঙ্গে পরিচয় হবার পর মনে হলো— ভয়াবহ দুষ্টু মানুষদের একজন সম্ভবত তিনি না। ক্ষমতাধর মানুষদের দুর্বলতা তাঁর মধ্যে আছে। বদরাগ, অহঙ্কার— এইসব বিষয় তাঁর কাছে চরিত্রের অহঙ্কার। দুর্বলতা না।

এখন মনে হচ্ছে মানুষটা ভাবুক প্রকৃতির। শুধু যে ভাবুক তা-না। তার মধ্যে চিন্তা করার দুর্লভ ক্ষমতা আছে। মানুষটির ভালোবাসার ক্ষমতাও প্রবল। তাঁর ভালোবাসা আড়াল করার চেষ্টাটাও চোখে পড়ার মতো— আমি ভালোবাসব কিন্তু কেউ যেন তা বুঝতে না পারে।

www.MurchOna.com

এই মানুষটির মধ্যে যথেষ্ট পরিমাণ রহস্যময়তাও আছে। তাঁর মাথায় ঘুরছে 'আশ্রম'। সেই আশ্রমও তাঁর কল্পনার আশ্রম। বিশাল একটা এলাকা থাকবে। সেই এলাকায় পশুপাখি নিজের মতো করে ঘুরবে কিন্তু কোনো মানুষ থাকবে না। মানুষ বলতে তিনি একা থাকবেন।

বাবা তাঁর আশ্রম তৈরি করা শুরু করেছেন। আমি একদিন দেখে এসেছি। দুনিয়ার পাখি সেখানে। পাখি কেনইবা আসবে না ? তাদেরকে ধান, কুড়া, সরিষাদানা আর কী কী যেন খেতে দেয়া হয়। অনেক গাছে দেখলাম মাটির কলসি উল্টা করে বাঁধা। যে সব পাখি বাসা বাঁধতে জানে না তাদের জন্যেই এই ব্যবস্থা।

এই বিষয়টিকে কি আমি পাগলামি বলব ? কিছু পাগলামি সব মানুষের মধ্যেই আছে। তবে বেশির ভাগ মানুষ এইসব পাগলামি প্রশ্রয় দেয় না। বাবা দেন। পাগলামি প্রশ্রয় দেয়ার ক্ষমতা আছে বলেই হয়তো দেন।

বাবার প্রসঙ্গে একটা অদ্ভুত গল্প এখন বলব। এই গল্পে আমার বিশেষ একটা ভূমিকা আছে। ঘটনাটা আমি কাছ থেকে দেখেছি।

নান্দিপুর থেকে একবার বাবার কাছে এক লোক এলো তার ছেলেকে নিয়ে। নান্দিপুর আমাদের এখান থেকে প্রায় ছয় ক্রোশ অর্থাৎ বার মাইল দূর। ছেলেটার বয়স দশ-এগারো। খুবই অসুস্থ। কয়েক বছর ধরে না-কি সে কিছুই খেতে পারে না। হজম হয় না। অতি সহজপাচ্য ভাতের মাড়, চিড়ার ক্বাথ এইসব তাকে খাওয়ানো হয়। এটাও সে হজম করতে পারে না। ছেলেটা রোগা কাঠি। দেখে মনে হয় পাঁচ-ছয় বছর বয়স। তার বাবা এই দীর্ঘ পথ তাকে ঘাড়ে করে এনেছে। ছেলের হাঁটারও ক্ষমতা নেই।

বাবা বললেন, আমার কাছে আসছ কী জন্যে ? চিকিৎসার খরচা চাও ?

ছেলের বাবা বলল, না। চিকিৎসার খরচার জন্যে আপনার কাছে আসি নাই। আপনি তারে একটু 'উতার' (পানি পড়া) দেন।

আমি তারে উতার দিব ? আমি কি পীর-ফকির ?

আপনের দেওয়া 'উতার' খাইলে তার রোগ সারব।

তোমাকে কে বলেছে ?

লোকটা জবাব দিল না। মাথা গোঁজ করে ছেলের হাত ধরে দাঁড়িয়ে রইল। বাবা লোকমান চাচাকে বললেন, এদেরকে যেন বাড়ির সীমানা থেকে বের করে দেয়া হয়।

www.MurchOna.com

তাই করা হলো। লোকটা কিন্তু গেল না। বাড়ির সীমানার বাইরে একটা আমগাছের নিচে ছেলেকে নিয়ে বসে রইল। শীতের রাত। তারা কাপড়চোপড় নিয়ে আসে নি। লোকটা শুকনো লতাপাতা জোগাড় করে আগুন ধরাল। আগুনের পাশে ছেলেকে নিয়ে জবুথবু হয়ে বসে রইল। অদ্ভুত এক দৃশ্য! রাত দশটার দিকে আমি বাবাকে গিয়ে বললাম, পানি পড়া চাচ্ছে, দিয়ে দেন। ছেলেকে নিয়ে চলে যাক।

বাবা বললেন, যে জিনিস আমি জানি না সেটা আমি কেন করব ?

আমি বললাম, তাদের মনের শান্তির জন্যে করবেন।

বাবা আমার দিকে তাকিয়ে কঠিন গলায় বললেন, অন্যের শান্তি নিয়া আমি মাথা ঘামাই না। তুমি এই বিষয়ে আমার সঙ্গে দরবার করবা না।

এরা গাছতলায় বসে আছে।

থাকুক।

রাত এগারোটার দিকে বাবা বললেন, ঝাল মুরগির সালুন রান্না করো। পোলাও রান্না করো। ছেলেকে ডাক। এই ছেলে দিনের পর দিন বিস্বাদ জাউ ভাত খায়। পোলাউ দেখে মুখে রুচি আসবে। আরাম করে খাবে। তাতেই কাজ হবার কথা। দেখা যাক।

তাদেরকে যত্ন করে খাবার দেয়া হলো। বড় বড় জামবাটি ভর্তি মাংস। পোলাও-এর ডিসে ধোঁয়া উঠা কালিজিরা চালের সুগন্ধি পোলাও।

ছেলেটার নাম নসু মিয়া। সে চোখ বড় বড় খাবারের দিকে তাকিয়ে থাকল। বাবা বললেন, একে এলাচি লেবু দাও। পিয়াজ, কাঁচামরিচ দাও।

নসু মিয়া ভয়ে ভয়ে তার বাবার দিকে তাকাল। তার বাবা আগ্রহের সঙ্গে বলল, খাও গো বাপধন। উনি যখন খেতে বলেছেন খাও। বমি যদি হয়— হইব। নিশ্চিন্ত মনে খাও।

নসু ভরপেট খেল। তার কোনো সমস্যাই হলো না। সকালবেলা ডিমভুনা দিয়ে খিচুড়ি খেয়ে বাবার হাত ধরে বাড়ি রওনা হয়ে গেল।

ঘটনাটার মধ্যে কোনো আধ্যাত্মিক বিষয় নেই। কিন্তু পিতা এবং পুত্র বিষয়টিকে 'ফকিরি' ঘটনা হিসেবে ধরেছে, এতে কোনো সন্দেহ নেই। এরকম মনে করাই স্বাভাবিক। মানুষ অলৌকিকত্বে বিশ্বাস করতে পছন্দ করে।

আমি নিজেও তো করি। আমার মা রমিলা যা বলেন বিশ্বাস করি। (সৎ মা না বলে মা বললাম। উনাকে আমার মা ভাবতেই ভালো লাগে) মাসুদের মৃত্যুর পর উনি খুবই চুপচাপ হয়ে গেছেন। সারাদিন বিছানার এক কোনায় গুটিসুটি

www.MurchOna.com

মেরে বসে থাকেন। তবে সন্ধ্যার পর তার মধ্যে এক ধরনের ছটফটানি দেখা যায়। তিনি ঘরে বাতি দেবার জন্যে হৈচৈ শুরু করেন। চাপা গলায় তিনি বলতে থাকেন— বাতি দেও। সব ঘরে বাতি দেও। কোনো ঘর যেন বাকি না থাকে।

আমি তাঁকে একটা টর্চ লাইট কিনে দিয়েছি। পাঁচ ব্যাটারির টর্চ লাইট। টর্চ লাইটটা তিনি খুব পছন্দ করেছেন। চাপা গলায় বলেছেন, ভালো করেছ মা। অন্ধকারে ভয় লাগে।

কিসের ভয় ?

আছে, বিষয় আছে। তোমার সব বিষয় জানার প্রয়োজন নাই। সব কিছু সবের জন্যে না।

আমার এই অপ্রকৃতস্ত মা পরীবানু বিষয়ে একটা ভবিষ্যতবাণী করেছেন। আমি মনেপ্রাণে তাঁর কথা বিশ্বাস করছি। তিনি বলেছেন— এই মেয়েটার যমজ সন্তান হবে। একটা ছেলে একটা মেয়ে। দুই সন্তানসহ সে আবার এক স্বামীর সংসার করবে। সেই স্বামীর মতো ভালো মানুষ ত্রিভুবনে নাই। মেয়েটার জীবন অতি সুখে কাটবে।

আমি তাঁর কথা বিশ্বাস করি। মানুষের বিশ্বাস যুক্তি মানে না। আমার বিশ্বাসের পিছনেও কোনো যুক্তি নেই। যুক্তি দিয়ে হবেই বা কী ? আমাদের চারপাশের যে জগৎ সেই জগৎ কতটা যুক্তিনির্ভর। এখন আমার ভাবতে ভালো লাগে, কেউ একজন আমাদের নিয়ন্ত্রণ করছে। কঠিন নিয়ন্ত্রণ। যিনি নিয়ন্ত্রণ করছেন তাঁর কাছেই সবকিছু সমর্পণ করা ভালো না ? কী হবে চিন্তা-ভাবনা করে ?

জোছনা রাতে আমি প্রায়ই একা একা মাসুদের কবরের কাছে যাই। চুপচাপ বসে থাকি। আমার ভালো লাগে। আমাকে ঢাকায় ফিরে যেতে হবে। পড়াশোনা শেষ করতে হবে— এইসব নিয়ে এখন আর মাথা ঘামাই না।

একটা কথা বলতে ভুলে গেছি, আমার বিএ পরীক্ষার রেজাল্ট হয়েছে। রেজাল্টের খবরে বাবা আরো একবার বাঁশগাছের মাথায় হারিকেন টানিয়েছেন। দূর-দূরান্ত থেকে মানুষ হারিকেন দেখেছে। তারা জানতে এসেছে ঘটনা কী। তাদের প্রত্যেককেই বাবা বলেছেন— আমার মেয়ে পেতলের ঘড়া ভর্তি সোনার মোহর পেয়েছে। বড় ভাগ্যবতী আমার এই মেয়ে।

sumanahmed@yahoo.com

www.MurchOna.com

শ্রাবণ মাস।

ভোমরা নদী ফুলে-ফেঁপে উঠেছে। শহরবাড়ির সামনের বিস্তৃত মাঠ জলমগ্ন। পানি যেভাবে বাড়ছে তাতে মনে হয় শহরবাড়ির উঠানে পানি চলে আসবে। পাঁচ-ছয় বছর পর পর এরকম হয়, শহরবাড়ির উঠানে পানি চলে আসে। পানিতে জোয়ার-ভাটার টান পর্যন্ত হয়।

মঞ্জু অত্যন্ত আনন্দিত। তাঁর প্রধান কাজ গামবুট পরে পানিতে হাঁটাহাঁটি। সে নিজে নেত্রকোনা শহর থেকে গামবুট কিনে এনেছে। রাতে সে শহরবাড়িতে ঘুমায় না। পানশি নৌকায় ঘুমায়। পানশি নৌকা উত্তরের ঘাটে বাঁধা থাকে। নৌকার ছইয়ের ভেতর ডাবল তোষকের বিছানা। তোষকের উপর সুনামগঞ্জের শীতলপাটি। কোলবালিশ। এলাহি ব্যবস্থা। মঞ্জুর রান্নাবান্না নৌকার ভেতরই হয়। রান্না করে নিরঞ্জন। বদুও উঠে এসেছে নৌকায়। তার কাজ নৌকার গলুইয়ে ছিপ ফেলে বসে থাকা। এই কাজটা সে গভীর আগ্রহ এবং আনন্দের সঙ্গে করে। তাকে দেখে মনে হয়, এতদিনে সে মনের মতো একটা কাজ পেয়েছে। ফাৎনার দিকে তাকিয়ে মঞ্জু নামের মানুষটার সঙ্গে গল্প করতে তার বড় ভালো লাগে। সব গল্পই সে সাধারণভাবে শুরু করে, শেষ করে ভূত-প্রেতে। মঞ্জুকে কিছুদিন হলো সে মামা ডাকা শুরু করেছে।

মামা, পানি কেমন বাড়তাছে দেখছেন ?

হুঁ।

শহরবাড়ির ভিতরে যদি পানি না ঢুকে, আমি আমার দুই কান কাইট্টা কুত্তারে খাওয়াইয়া দিব। এইটা আমার ওয়াদা। আপনেরে সাক্ষি মাইন্যা কথাটা বললাম। ইয়াদ রাইখেন।

ইয়াদ রাখব।

আপনের ঘটনাটা কী বলেন দেখি, নিজ দেশ গ্রামে আর ফিরবেন না ?

ফিরব না কেন ? অবশ্যই ফিরব। এদের একের পর এক ঝামেলা যাচ্ছে, এখন যাই কীভাবে ? পরীবানুর সন্তান হোক তারপরে বিদায়।

www.MurchOna.com

আপনারে একটা কথা বলি মামা ?

বলো।

আপনে যদি চইল্যা যান আপনার সাথে আমিও যাব।

তুমি চলে গেলে এখানে চলবে কীভাবে ?

না চললে নাই। আমি এই বাড়ির কিনা গোলাম না। আমার যেখানে ইচ্ছা আমি যাব। আমারে কিন্তু সাথে নিতে হবে।

আচ্ছা দেখা যাবে।

দেখা যাওয়া যাওয়ির কিছু নাই মামা। আমি যাবই।

মঞ্জু দেশের বাড়ি চলে গেলে তাঁর সঙ্গে বদু ছাড়াও আরো একজন যাবার আগ্রহ প্রকাশ করেছে। তার নাম জইতরী। তবে সে মঞ্জুকে বড়পীর সাহেবের নামে কসম কাটিয়েছে কথাটা কাউকে বলা যাবে না। কথাটা গোপন রাখতে হবে।

আজ মঞ্জুর ব্যস্ততার সীমা নেই। সে মূল বাড়ির সামনে দুপুর থেকেই হাঁটাহাঁটি করছে। পরীবানুর প্রসব বেদনা উঠেছে আজ ভোরবেলায়। যে-কোনো সময় সন্তান হতে পারে। উল্লাপাড়া থেকে বিখ্যাত ধাই রুসমের মা'কে আনা হয়েছে। সে ঘোষণা করেছে, কন্যার পেটে সন্তান দুইটা। অঘটন ঘটতে পারে। জোড়া মোরগ যেন ছদগা দেওয়া হয়। ছদগার মোরগ হতে হবে ধবধবে সাদা। সাদা মোরগের সন্ধানে লোক গেছে।

লীলা সতীশ ডাক্তাকে খবর দিয়ে আনিয়েছে। পুরুষ ডাক্তারের এখানে কিছুই করার নেই। আঁতুড়ঘরে কোনো পুরুষ মানুষই ঢুকতে পারে না। তারপরেও লীলা তাকে কেন আনিয়ে রেখেছে সে-ই জানে। সতীশ ডাক্তার বাংলাঘরে বসে পান-তামাক খাচ্ছেন।

সিদ্দিকুর রহমান আশেপাশে নেই। তিনি লোকমান-সুলেমানকে নিয়ে জঙ্গলে গেছেন। সেখানে পানি উঠেছে। বেশির ভাগ জায়গাই ডুবে গেছে। পানির উপর মাথা ভাসিয়েছে কচুগাছ। কচুগাছে ফুল ফুটেছে। সেই ফুলের গন্ধ নেশা ধরা। ফুলগুলি দেখতেও সুন্দর, ধবধবে সাদা। তিনি হাত ইশারায় লোকমানকে ডাকলেন। লোকমান-সুলেমান দুই ভাই-ই ছুটে এলো।

লোকমান!

জি চাচাজি।

একটা ব্যাপার লক্ষ করেছ ? জংলি ফুলের গন্ধ আর বাগানের ফুলের গন্ধ আলাদা। সব জংলি ফুলের গন্ধে নেশা নেশা ভাব হয়।

www.MurchOna.com

লোকমান কিছু বলল না। সিদ্দিকুর রহমান আগ্রহ নিয়ে বললেন, আমি আরেকটা জিনিস লক্ষ করেছি, জংলি ফুলের রঙ হয় সাদা।

এই বিষয়ে লোকমানের কিছু বলার ছিল। সে লাল-হলুদ অনেক রঙের ফুলই জঙ্গলে ফুটতে দেখেছে। এই জঙ্গলেই কয়েকটা জবা গাছ আছে। হাতের থাবার মতো বড় টকটকে লাল রঙের ফুল ফোটে। এই বিষয় নিয়ে চাচাজির সঙ্গে বাহাস করা তার পক্ষে সম্ভব না।

লোকমান!

জি চাচাজি।

জঙ্গলে পানি ঢুকেছে। হাঁটাচলা করা মুশকিল। আমার বসার ব্যবস্থা করো। একটা চৌকি এনে কোথাও পাতো। চৌকিতে বসে থাকব।

জি আচ্ছা।

জি আচ্ছা না। এখনই নিয়ে আসো। দুই ভাই চলে যাও।

আপনি একা থাকবেন ?

একা থাকব কী জন্যে ? আমার চারদিকে গাছপালা। এরাও আমার সঙ্গে আছে। তোমরা দাঁড়ায়ে থেকো না, চলে যাও।

লোকমান কিছু বলছে না, মাথা চুলকাচ্ছে। সুলেমান সাহস করে বলল, চাচাজি, আপনের ঘরে যাওয়া দরকার।

কেন ?

মাসুদ ভাইজানের স্ত্রীর সন্তান হবে। ধাই বলেছে অবস্থা ভালো না।

আমি সেখানে গিয়ে কি কিছু করতে পারব ? পারব না। মেয়েদের সন্তান প্রসবের বিষয়ে পুরুষদের কিছু করার নাই। তাছাড়া আমার বড় মেয়ে আছে। যা ব্যবস্থা নেবার সে নিবে। নিবে না সুলেমান ?

জি নিবেন।

তোমরা চলে যাও। বড় দেখে চৌকি আনবা। চৌকির পায়ার নিচে ইট দিয়া চৌকি উঁচু করবা।

লোকমান-সুলেমান চলে গেছে। আকাশে মেঘ করেছে। ফোঁটা ফোঁটা বৃষ্টি পড়তে শুরু করেছে। সিদ্দিকুর রহমান চাপা গলায় বললেন, এই তোমরা আছ কেমন ?

প্রশ্নটা গাছপালার উদ্দেশে। প্রশ্নটা করেই তার মনে হলো, চারপাশের বৃক্ষরাজি তাঁর প্রশ্ন বুঝতে পারছে। তারা প্রশ্নের উত্তর দিতে চেষ্টা করছে। উত্তর দেবার কৌশল জানা নেই বলে উত্তর দিতে পারছে না।

www.MurchOna.com

সিদ্দিকুর রহমান চোখ বন্ধ করে আবারো বললেন— তোমরা কেমন আছ ?

মাগরেবের আজানের পর পর দাই রুসমের মা লীলাবতীর হাত ধরে বলল, মা গো, সন্তান প্রসব হবে না। একটা সন্তান উল্টা হইয়া নিচে নামছে আরেকটা নামতে পারতেছে না। আমার করনের কিছু নাই। আমারে বিদায় দেও।

লীলা হতভম্ব হয়ে বলল, কিছুই করার নাই ?

রুসমের মা বলল, কিছুই করার নাই। বিষয়টা এখন ডাক্তার কবিরাজের হাতে নাই— আল্লাহপাকের হাতে। সদর হাসপাতালে নিয়া দেখতে পারো। শুনেছি সেইখানে পেট কাইট্টা বাচ্চা বাইর করে।

লীলা বলল, সদর হাসপাতাল তো অনেক দূরে, নেত্রকোনা। এত দূর নেয়ার সময় কি আছে ?

নেত্রকোনা যাইতে সারা রাইত নাও বাইতে হবে। অত সময় নাই।

সিদ্দিকুর রহমানের জন্যে জঙ্গলের মাঝামাঝি জায়গায় খাট পাতা হয়েছে। তিনি মাগরেবের নামাজ শেষ করে খাটে পাতা জায়নামাজে বসেছেন, তখন খবরটা শুনলেন। সিদ্দিকুর রহমান শান্ত গলায় বললেন, আমার মেয়ে কি কোনো ব্যবস্থা নিয়েছে ?

লোকমান বলল, উনি নৌকা নিয়া এক্ষণ রওনা দিবেন বলে বলেছেন।

তোমরা দুই ভাই সঙ্গে যাও। ঝড়ের অগ্রে যেন নাও যায়।

আপনে বাড়িতে চলেন।

সিদ্দিকুর রহমান বললেন, আমি এইখানেই থাকব। আমার কথা মাথা থাইক্যা দূর করো— তোমাদের যা করতে বলছি করো।

প্রবল বর্ষণ শুরু হয়েছে। নৌকা পড়েছে হাওরে। বিখ্যাত শনির হাওর। সামান্য বাতাস দিলেই বিশাল ঢেউ উঠছে। নৌকা টালমাটাল করছে। মঞ্জু নৌকার গলুইয়ে বসে ভিজছে। ছইয়ের ভেতর থেকে একেকবার কাতরানির শব্দ আসছে আর মঞ্জুর শরীর কেঁপে উঠছে। পরীবানু নামের মেয়েটির সঙ্গে তার কোনোদিন কোনো কথাও হয় নাই— অথচ মেয়েটার কষ্টে তার বুক ভেঙে যাচ্ছে। সে কিছুক্ষণ পরপর আল্লাহর কাছে দোয়া করছে, হে আল্লাহপাক, একজনের জীবনের বিনিময়ে অন্য একজনের জীবন তুমি দিতে পারো। সম্রাট বাবর তার

www.MurchOna.com

পুত্র হুমায়ূনের জন্যে নিজের জীবন দিয়েছিলেন। আমি পরীবানু মেয়েটার কেউ না। আমার জীবনের বিনিময়ে হলেও দুঃখী মেয়েটার জীবন তুমি রক্ষা করো আল্লাহপাক।

নৌকা নিয়ে সামনে এগুনো যাচ্ছে না। প্রবল বাতাস সামনের দিক থেকে আসছে। বৃষ্টি কমে এসেছে, কিন্তু বাতাসের প্রবল বেগ।

ছইয়ের দুই মুখ শাড়ির পর্দা দিয়ে ঢাকা। বৃষ্টিতে শাড়ি ভিজে ভারী হয়ে আছে। তারপরেও বাতাসে দুলছে। ছই থেকে একটা হারিকেন ঝুলানো হয়েছে। বাতাসে হারিকেন দুলছে। পরীবানুর গা চাদর দিয়ে ঢাকা। তার ফর্সা রক্তশূন্য মুখ চাদরের ভেতর থেকে বের হয়ে আছে। লীলাবতী বসেছে পরীর মাথার কাছে। সে পরীর হাত ধরে আছে। সেই হাত থরথর করে কাঁপছে। পরীবানু বলল, বুবু, আমার মৃত্যু ঘনাইছে ঠিক না?

লীলা কিছু বলল না। সে একমনে দোয়া ইউনুস পড়ছে— 'লাইলাহা ইল্লা আনতা সোবাহানাকা ইন্নি কুনতু মিনাজজুয়ালেমিন।' সে দোয়া ঠিকমতো পড়তেও পারছে না। তার কাছে মনে হচ্ছে, কোথাও কোনো গণ্ডগোল হচ্ছে।

বুবু। ও বুবু।

লীলা পরীবানুর দিকে তাকাল। পরীবানু হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, আমার দুইটা সন্তানই কি মারা যাবে? কেউ বাঁচবে না?

শেষরাতে রমিলা খুব হৈচৈ করতে লাগলেন। তিনি তাঁর হাতের টর্চ দিয়ে জানালার শিকে বাড়ি দিচ্ছেন। গোঙানির মতো শব্দ করছেন। সিদ্দিকুর রহমান রমিলার ঘরের জানালার কাছে এসে দাঁড়ালেন। রমিলা বললেন, আমারে গরম পানি দিতে বলেন, নতুন সাবান দিতে বলেন, নয়া শাড়ি দিতে বলেন। আমি সিনান করব। আল্লাহপাকের দরবারে শুকরানা নামাজ পাঠাব। আপনার পুত্র মাসুদের দুইটা সন্তান হয়েছে। দুইটাই পুত্র সন্তান। তারা ভালো আছে। সন্তানদের মাতাও ভালো আছেন। বলেন, আলহামদুলিল্লাহ।

সিদ্দিকুর রহমান বললেন, আলহামদুলিল্লাহ।

তিনি একবারও জিজ্ঞেস করলেন না, রমিলা, এই সংবাদ কোথায় পেয়েছে? কীভাবে পেয়েছে?

মঞ্জু বিরাট দুশ্চিন্তার মধ্যে পড়ে গেছে। দু'টা পুত্র সন্তান হয়েছে। এখন আযান কি একবার দেয়া হবে, না দুইবার? কেউ তাকে কিছু বলতেও পারছে না। তারা

www.MurchOna.com

এখনো নৌকায়। হাসপাতালে পৌঁছাতে দেরি আছে। পরীবানুর সন্তান নৌকাতেই হয়েছে এবং ভালোমতোই হয়েছে। তার জ্ঞান আছে। সে জড়ানো গলায় কিছু কথাও বলছে। দুটি বাচ্চাকেই মায়ের বুকে শুইয়ে দেয়া হয়েছে। বাচ্চা দুটির গলায় বিপুল শক্তি। তারা ক্রমাগত চিৎকার করে যাচ্ছে।

মঞ্জুর পাশে সতীশ ডাক্তার বসে আছেন। শেষ মুহূর্তে সন্তান প্রসবের কাজ তিনিই করিয়েছেন। মঞ্জু বলল, ডাক্তার সাহেব, আযান একবার দিব না দুইবার ? কিছু একটা বলেন।

সতীশ ডাক্তার বললেন, আপনাদের ধর্মের বিষয়ে তো আমি কিছু জানি না। আপনার বিবেচনায় কী বলে ?

আমার বিবেচনা বলে দুইবার। সন্তান যখন দুইটা।

মঞ্জু বলল, আমি এই দুই ছেলের নাম রাখলাম। প্রথমজনের নাম ঝড়। দ্বিতীয় জনের নাম তুফান। দুই ভাই একত্রে ঝড়-তুফান। হা হা হা।

বদু নৌকার হাল ধরেছিল, সে আনন্দিত গলায় বলল, নাম অতি চমৎকার হয়েছে।

মঞ্জু আযান দিচ্ছে।

পরীবানু লীলার দিকে তাকিয়ে ক্ষীণ স্বরে বলল, বুবু, আমার নাম দুইটা খুব পছন্দ হইছে— ঝড়-তুফান। বুবু, দুইজনের মধ্যে কে বেশি সুন্দর ? ঝড় না তুফান ?

লীলা জবাব দিতে পারছে না। সে কেঁদেই যাচ্ছে। তার কান্না থামবে এরকম মনে হচ্ছে না।

www.MurchOna.com

কী নাম ?

আনিসুর রহমান।

আর কোনো নাম আছে ?

জি না।

মালেক বলে কাউকে চেনো ?

জি না।

মালেক নাম তো খুবই কমন, এই নামে কাউকে চেনো না ?

জি না।

কমিউনিস্ট পার্টির নেতা মোহম্মাদ মালেক। উনাকে চেন না ?

জি না।

শরিয়তুল্লাহ বলে কাউকে চেন ? ঠিকানা তন্তুরীবাজার।

জি না।

সে তো তোমাকে তিনটা ডিকশনারি পাঠিয়েছিল, তাকে চেনো না ?

জি না।

সফিকুর রহমান বলে কাউকে চেনো ?

আমার বাবার নাম সফিকুর রহমান।

তাও ভালো, নিজের বাবাকে চিনতে পারছ। আমি ভেবেছিলাম, তুমি কাউকেই চিনবে না। নিজের বাবাকেও না।

প্রশ্নকর্তা হেসে ফেললেন। প্রশ্নকর্তার সঙ্গে যে তিনজন আছেন তারাও হাসলেন। যে ঘরে কথাবার্তা হচ্ছে সেই ঘরের দরজা-জানালা বন্ধ। ছোট্ট ঘুপচি মতো ঘর। হলুদ রঙের দালান। ছাদ অনেক উঁচু। উঁচু ছাদ থেকে ঝুলন্ত লম্বা তারের মাথায় ইলেকট্রিক বাল্ব। ঘরে কোনো হাওয়া আসছে না কিন্তু বাল্বটা পেন্ডুলামের মতো দুলছে। আনিসের দৃষ্টি বাল্বে আটকে যাচ্ছে। বাল্বের আলো উজ্জ্বল। মনে হয় একশ' পাওয়ারের বাল্ব। উজ্জ্বল আলো চোখে পড়ায় সে তার সামনে বসা তিনজনকে ঠিকমতো দেখতে পারছে না। যিনি তাঁকে প্রশ্ন করছেন

www.MurchOna.com

তিনি পুলিশের কোনো সিনিয়র অফিসার হবেন। কারণ তাঁর পাশের দুজন অত্যন্ত সমীহ করে তাঁর দিকে তাকাচ্ছেন। মূল প্রশ্নকর্তার গায়ে সার্ট-প্যান্ট। সার্টের রঙ হালকা নীল। বাকি দুজনের গায়ে পুলিশের পোশাক। প্রশ্নকর্তার সামনের টেবিলে ফুলতোলা একা রুমাল। রুমালে একটা পিস্তল।

তোমার নাম আনিসুর রহমান ?

জি।

তোমার বাবা নাম সফিকুর রহমান ?

জি।

এমএ পাশ করেছ ?

জি।

তোমার বিষয়বস্তু হলো ইতিহাস।

জি।

টেবিলে রাখা পিস্তলটা তুমি চেনো ? চেনো না ? তোমাকে চিনতেই হবে, কারণ তোমাকে ধরা হয়েছে পিস্তলসহ। এখন বলো, পিস্তলটা চেনো না ?

জি চিনি।

এই পিস্তল কখনো ব্যবহার করেছ ?

জি না।

ব্যবহার করো নাই কী জন্যে ?

আমাকে পিস্তলটা লুকিয়ে রাখার জন্যে দেয়া হয়েছে। ব্যবহার করার জন্য দেয়া হয় নি।

কে তোমাকে দিয়েছে ?

আমি তাঁর নাম বলব না।

নাম তো অবশ্যই বলবে। আমরা এখনো জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করি নাই। যখন জিজ্ঞাসাবাদ সত্যি সত্যি শুরু করব, তখন প্রশ্ন জিজ্ঞাস করার আগেই উত্তর দিয়ে দিবে। তোমাকে তোমার নাম জিজ্ঞাস করব, তুমি নিজের নাম তো বলবেই, তোমার বাবার নাম বলবে, তোমার শ্বশুরের নামও বলবে। শ্বশুরের নাম কী ?

স্যার, আমি এখনো বিয়ে করি নি।

বিয়ে করো নি কেন ? পার্টির নিষেধ আছে ? তুমি কমিউনিস্ট পার্টির মেম্বার না ?

জি মেম্বার।

তোমাকে মেম্বার কে বানিয়েছেন ? মোহম্মদ মালেক ?

www.MurchOna.com

জি।

ভাষা আন্দোলনে জড়িত আছ?

জি না।

জড়িত না কী জন্যে— বাংলা ভাষা পছন্দ করো না? না-কি আরো বড় ধরনের আন্দোলনের জন্যে অপেক্ষা?

স্যার, একটু পানি খাব।

অবশ্যই পানি খাবে। পানি কেন খাবে না! তোমাকে যদি এখন পানি না দেই, তাহলে রোজহাশরে আমি নিজে পানি পাব না। পানি দিচ্ছি পানি খাও। তারপর গরম এক কাপ চা দিচ্ছি চা খাও। ধূমপানের অভ্যাস আছে?

জি আছে।

গুড। সিগারেট দিচ্ছি। সিগারেট খাও। মন শান্ত করো এবং সুবোধ বালকের মতো প্রশ্নের উত্তর দাও। তুমি যে কী ভয়াবহ অবস্থায় আছ তুমি জানো না। তুমি ধরা পড়েছ অস্ত্রসহ। অস্ত্র মামলায় তোমার যাবজ্জীবন সাজা হয়ে যাবে। আর আমরা যদি আরেকটু কায়দা-কানুন করি, তাহলে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে দিতে পারব। ঠিক আছে। এখন কিছু সময়ের জন্যে আমরা ব্রেক নেব। ভালো কথা, সারাদিনে তুমি কিছু খেয়েছ?

জি না।

তাহলে তো শুধু চা খাওয়া ঠিক হবে না। চায়ের সঙ্গে সামান্য কিছু হলেও খাওয়া। মাখন দেওয়া দুই পিস পাউরুটি দিতে বলি? বলব?

জি বলুন।

আমার নাম এবং তোমার বাবার নাম কিন্তু এক। আমার নামও সফিকুর রহমান। আইবি'র পুলিশ ইন্সপেক্টর সফিকুর রহমান। তোমার বাবা নিশ্চয়ই খুব ভালো মানুষ ছিলেন। ছিলেন না?

জি।

আমি কিন্তু ভালো মানুষ না। আমি খুব খারাপ মানুষ। কতটা খারাপ কিছুক্ষণের মধ্যেই টের পাবে।

স্যার, একটু পানি খাব।

অবশ্যই পানি খাবে। তোমাকে তো বলেছি পানি দেয়া হবে। পানি, চা, সিগারেট, মাখন লাগানো দুই স্লাইস পাউরুটি। আচ্ছা আনিস, গত দুই বছর তুমি কোথায় ছিলে?

ময়মনসিংহে, নয়াপাড়া। সিদ্দিকুর রহমান সাহেবের বাড়িতে।

www.MurchOna.com

এই রিভলবার কি তখনো তোমার সঙ্গে ছিল ?

জি।

আর কেউ সেখানে তোমার সঙ্গে দেখা করার জন্যে গিয়েছিল ?

জি না।

মনে করে দেখ, কেউ না ?

জি না। স্যার পানি খাব।

ও হ্যাঁ পানি খাবে। পানি, চা-নাশতা দিতে বলছি। সিগারেট দিচ্ছি। সিগারেট টানতে থাকো এবং যে সব প্রশ্ন করব তার জবাবগুলি ঠিক করে রাখো। কাগজ দেয়া হবে। কাগজে গুছিয়ে লিখবে। তিনটা মাত্র প্রশ্ন। প্রশ্নগুলি মন দিয়ে শোনো— প্রশ্ন এক. এ জাতীয় অস্ত্র তোমাদের কাছে কয়টি আছে ? কার কার কাছে আছে ? প্রশ্ন দুই. হিন্দুস্তানের সঙ্গে তোমাদের কি যোগাযোগ আছে ? প্রশ্ন তিন. তোমাদের মূল আন্দোলনটি বৃহৎ বাংলা আন্দোলন, সর্বহারা আন্দোলন না-কি ভালো পাকিস্তান আন্দোলন। সহজ প্রশ্ন— সহজ উত্তর। ঠিক না আনিস ?

জি স্যার।

পুলিশ ইন্সপেক্টর সাহেব উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে বললেন, প্রশ্নের উত্তর ঠিকঠাক না পেলে আমি কী করব সেটাও একটু বলে রাখি, এতে সুবিধা হবে। আমি তোমার তিনটা আঙুলের নখের নিচে আলপিন ঢুকিয়ে দেব। কোন তিনটা আঙুল সেটা তুমিই ঠিক করবে। খুবই কষ্টকর প্রক্রিয়া, কিন্তু কী আর করা!

স্যার পানি খাব।

পুলিশ ইন্সপেক্টর সফিকুর রহমান পানি দিতে বললেন। চা-সিগারেট দিতে বললেন। তাঁর মুখে হাসি।

আনিস কুণ্ডুলি পাকিয়ে শুয়ে আছে। তার নিচে দুটা কালো কম্বল। আরেকটা কম্বল তার গায়ে। যে সেলে তাকে রাখা হয়েছে সেটি ফাঁসির আসামিদের জন্যে আলাদা করা কনডেম সেল। সেলের ছাদের সঙ্গে আলো-বাতাস আসা-যাওয়ার জন্যে চারকোনা একটি ভেন্টিলেটার আছে। এই মুহূর্তে ভেন্টিলেটার দিয়ে রোদ এসেছে। সেই রোদ পড়েছে দেয়ালে। আনিস রোদের দিকে তাকিয়ে আছে। সেলের ভেতরে ভ্যাপসা গরম। আনিসের লাগছে ঠাণ্ডা। তার কাছে মনে হচ্ছে, মেঝের নিচ থেকে ঠাণ্ডা উঠে এসে তার গায়ে লাগছে। দুটা কম্বলে ঠাণ্ডা মানছে না। দিনেরবেলাতেও তার মুখের কাছে এবং কানের কাছে মশা ভনভন করছে। হাত দিয়ে মশা তাড়ানোর উপায় নেই। দুটা হাতই ফুলে উঠেছে। নখের নিচে পিন ঢুকানোর ফল ফলেছে, হাত বিষিয়ে উঠেছে।

www.MurchOna.com

বেশির ভাগ সময় আনিস ঘোরের মধ্যে কাটাচ্ছে। ঘোরটা যখন আসে তখন তার ভালো লাগে। আঙুলের যন্ত্রণা টের পাওয়া যায় না। ঘোরের সময় সে কাউকে না কাউকে সেলের ভেতর বসে থাকতে দেখে। বেশির ভাগ সময় দেখে মালেক ভাইকে। মালেক ভাই নিচু গলায় কথা বলেন। তাঁর কথাগুলি বেশির ভাগ সময়ই গানের মতো মনে হয়। মনে হয় গানের সুরে কথা বলে এই মানুষটা তাকে ঘুম পাড়াতে চেষ্টা করছে।

কেমন আছ আনিস ?

ভালো আছি। মনে হয় জ্বর আসছে কিন্তু আমি ভালো আছি।

তোমার কথা শুনে ভালো লাগল। আনিস শোনো, যেখানে থাকবে, যে অবস্থায় থাকবে ভালো থাকার চেষ্টা করবে। ভালো থাকার চেষ্টা করাটা খুব জরুরি।

জি।

আনিস শোনো, দেশের ভালোর জন্যে দেশের সব মানুষ কাজ করে না। অল্প কিছু মানুষ কাজ করে। তুমি অল্প কিছু মানুষের একজন। এটা ভেবে তোমার ভালো লাগছে না ?

জি লাগছে।

যে কষ্ট তুমি ভোগ করছ সেই কষ্ট তোমার পরের প্রজন্ম ভোগ করবে না। তারা বাস করবে স্বাধীন বাংলাদেশে।

মালেক ভাই, এইসব কথা অনেকবার বলেছেন। নতুন কিছু বলুন।

নতুন কথা শুনতে চাও ? এইগুলাও নতুন কথা।

আনিস মাঝে মাঝে সিদ্দিকুর রহমান সাহেবকে তার পাশে বসে থাকতে দেখে। তিনি সবসময়ই অদ্ভুত অদ্ভুত কথা বলেন।

মাস্টার।

জি।

ফুলের পাপড়ি সবসময় বেজোড় সংখ্যায় হয়। একটা ফুলের পাপড়ি হয় জোড় সংখ্যায়। ফুলের নামটা বলো।

বলতে পারছি না।

চিন্তা করো। চিন্তা করে বলো।

চিন্তা করতে ভালো লাগছে না।

কেন ভালো লাগছে না ?

গাছপালা বনজঙ্গল আমার ভালো লাগে না। তাদের নিয়ে চিন্তা করার কিছু নেই। চিন্তা করতে হবে মানুষ নিয়ে।

www.MurchOna.com

গাছপালা, বনজঙ্গল এরা কি মানুষের অংশ না ?

এইসব আপনি কী বলেন, এরা মানুষের অংশ হবে কী জন্যে ?

আমার তো মনে হয় মানুষই বরং গাছপালার অংশ। মানুষকে গাছের ফুল হিসেবে কল্পনা করো। ফুলের থাকে পাপড়ি, মানুষের আঙুল হলো পাপড়ি। ফুলের থাকে গন্ধ— মানুষের গুণ হচ্ছে গন্ধ। ফুল থেকে ফল হয়...

আপনি কি চুপ করবেন ?

আচ্ছা যাও চুপ করলাম।

হঠাৎ হঠাৎ আনিস লীলাবতীকে দেখতে পায়। সে খুব ব্যস্ত ভঙ্গিতে বলে, আপনি আমার সঙ্গে চলুন তো।

কোথায় যাব ?

আমাদের বাড়িতে যাবেন। আমি আপনাকে জঙ্গলের ভেতর লুকিয়ে রাখব, কেউ আপনাকে পাবে না।

এরা আমাকে ছাড়বে না।

তাহলে একটা কাজ করুন, এরা আপনার কাছে যা যা জানতে চায় সব বলে দিন। হড়হড় করে বলে দিন।

সম্ভব না।

অবশ্যই সম্ভব। পুলিশ ইন্সপেক্টর সাহেবকে ডাকুন, ডেকে সব বলে দিন।

পুলিশ ইন্সপেক্টর সাহেবকে বেশির ভাগ সময়ই আনিস তার আশেপাশে দেখতে পায়। তিনি হাতে একটা আলপিন নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকেন এবং একটা প্রশ্নই বারবার করতে থাকেন। আনিসও ক্লান্তিহীনভাবে সেই প্রশ্নের উত্তর দিতে থাকে।

তোমার নাম কী ?

আনিস।

তোমার নাম কী ?

আনিস।

তোমার নাম কী ?

আনিস।

তোমার নাম কী ?

আনিস।

তোমার নাম কী ?

আনিস।

www.MurchOna.com

বনের ভেতর চৌকি পাতা। চৌকির উপর শীতলপাটি। সিদ্দিকুর রহমান শীতলপাটিতে শুয়ে আছেন। পাতার ফাঁক দিয়ে সূর্যের আলো এসে পড়েছে তাঁর গায়ে। রোদটা ভালো লাগছে। চৌকির উপর কিছু ধান ছিটিয়ে রাখা হয়েছে। সিদ্দিকুর রহমানের ধারণা, পাখিরা ধান খেতে চৌকিতে এসে বসবে। তাঁর ধারণা ঠিক হয় নি। কোনো পাখি আসছে না। তারা মানুষের প্রতি তাদের ভয় দূর করতে পারে নি।

বন্য কোনো ফুল কাছেই কোথাও ফুটেছে। তিনি ফুলের কড়া ঘ্রাণ পাচ্ছেন। কাঁঠালচাপার তীব্র ঘ্রাণ। বনের ভেতরে কাঁঠালচাপার কোনো গাছ তাঁর চোখে পড়ে নি। গন্ধটা আসছে কোথা থেকে ? তিনি শোয়া থেকে উঠে বসলেন। সুলেমান-লোকমান কেউ তার পাশে নেই। ইদানীং তিনি তাদের বনের ভেতর ঢুকতে দেন না। তারা এসে পাটি বিছিয়ে চলে যায়। বনের বাইরে অপেক্ষা করে। আজ কেউ আশেপাশে থাকলে ভালো হতো। কাঁঠালচাপা গাছে ফুল ফুটেছে কি-না দেখতে বলতেন।

সিদ্দিকুর রহমানের পেছনে খুটখুট শব্দ হচ্ছে। তিনি ঘাড় ফিরিয়ে খুবই অবাক হলেন। নীল রঙের একটা পাখি খুঁটেখুঁটে ধান খাচ্ছে। পাখির মাথায় ঝুটি আছে। ঠোঁট টিয়া পাখির ঠোঁটের মতো লাল। সিদ্দিকুর রহমান যে পাখিটার দিকে তাকিয়ে আছেন তা সে বুঝতে পারছে। কিন্তু ভয় পাচ্ছে না। খুট খুট শব্দে ধান খেয়ে যাচ্ছে। সিদ্দিকুর রহমান বললেন, কিরে তুই একা কেন ? তোর সঙ্গীসাথিরা কই ? হঠাৎ কথা শুনে পাখি সামান্য চমকে গেল। ডানা ঝাপ্টাল। আবার শান্ত হয়ে গেল। সিদ্দিকুর রহমান মুগ্ধ হয়ে তাকিয়ে আছেন। নীল পাখির একটি সঙ্গীকে তাঁর মাথার উপর দিয়ে কয়েকবার উড়ে যেতে দেখা গেল। সে মনে হয় সাহস সঞ্চয় করছে। পরিস্থিতি বিবেচনা করছে।

তিনি আবারো শুয়ে পড়লেন। পাখিরা আসুক। কেউ কেউ এসে বসুক তার গায়ে।

ধর্মপাশা থানার ওসি সাহেব ঘোড়ায় চড়ে এসেছেন। সিদ্দিকুর রহমান সাহেবের সঙ্গে দেখা করবেন। জরুরি। লোকমান-সুলেমানের উপর দায়িত্ব

www.MurchOna.com

কেউ যেন বনে ঢুকতে না পারে। ওসি সাহেবকে তারা সাহস করে এই কথা বলতে পারল না।

ওসি সাহেব বললেন, উনি বনের ভেতর কী করেন ?

সুলেমান বলল, উনার শরীর খারাপ। উনি শুয়ে থাকেন।

শরীর খারাপ হলে বনের ভেতর শুয়ে থাকতে হবে কেন ?

সুলেমান জবাব দিল না। এই প্রশ্নের জবাব তার কাছে নেই। ওসি সাহেব বললেন, জঙ্গলে কোথায় শুয়ে থাকেন ?

ব্যবস্থা আছে।

কী ব্যবস্থা ?

চলেন নিজের চোখে দেখবেন।

ওসি সাহেব যে দৃশ্য দেখলেন তার জন্যে তিনি প্রস্তুত ছিলেন না। সিদ্দিকুর রহমান শুয়ে আছেন, তাকে ঘিরে রাজ্যের পাখি। কিছু পাখি আবার তার গায়ের উপর বসে আছে। পায়ের শব্দে সব পাখি উড়ে গেল। সিদ্দিকুর রহমান উঠে বসলেন। ওসি সাহেব বললেন, স্যার সাল্লামালিকুম। আমাকে চিনেছেন ? ওসি ধর্মপাশা।

সিদ্দিকুর রহমান বললেন, কী ব্যাপার ?

স্যার একজন লোক সম্পর্কে খোঁজ নিতে এসেছি। আনিস নাম। আপনার বাড়িতে জায়গির থাকত।

এখন সে নাই।

স্যার জানি। সে জেলে আছে। ঘুঘু লোক। পিস্তলসহ ধরা পড়েছে। কমিউনিস্ট পার্টি করত।

সিদ্দিকুর রহমান বললেন, আমি তাকে ভালো লোক হিসাবে জানি।

ভালো-মন্দের বিচার একেকজনের কাছে একেক রকম। আপনার কাছে যে ভালো, অন্যের কাছে সে খারাপ।

সিদ্দিকুর রহমান বললেন, যে ভালো সে সবসময় ভালো। সবের কাছে ভালো।

ওসি সাহেব বললেন, স্যার, এই বিষয়ে আপনার সঙ্গে তর্ক করব না। আপনার কাছে একটা অনুমতির জন্যে এসেছি। আনিস যে ঘরে থাকত সেই ঘরটা সার্চ করব। ঘরে কাগজপত্র কী আছে দেখব।

অনুমতি না দিলে সার্চ করবেন না ?

অনুমতি না দিলেও সার্চ করব। আমার সঙ্গে সার্চ ওয়ারেন্ট আছে।

www.MurchOna.com

তাহলে অনুমতি চাইলেন কেন ?

ভদ্রতা করলাম স্যার। আমরা তো ব্রিটিশ সরকারের পুলিশ না। আমরা পাকিস্তান সরকারের পুলিশ। আমরা ভদ্র।

যান সার্চ করেন।

সার্চটা আপনার সামনে করতে চাই।

আমি এখান থেকে যাব না। বাড়িতে আমার বড় মেয়ে আছে। নাম লীলা। সব কিছু এখন সে দেখে। সে থাকবে আপনার সঙ্গে।

স্যার, আরেকটা বেয়াদবি করব। আমরা শুধু আনিস যে ঘরে থাকত সেই ঘর সার্চ করব না। আমরা পুরো বাড়ি সার্চ করব। সরকারের হুকুম। আমরা হুকুমের গোলাম।

সিদ্দিকুর রহমান কিছু বললেন না। আবার চৌকিতে শুয়ে পড়লেন।

সন্ধ্যা পর্যন্ত বাড়ি সার্চ হলো। মূলবাড়ি, শহরবাড়ি। নদীর পাড়ে নিরঞ্জন যেখানে থাকে সেই ছনের ঘর। কিছুই বাদ গেল না। চারটা বাঁধাই করা মোটা মোটা খাতা ছাড়া কিছু পাওয়া গেল না। খাতার প্রতিটি পাতায় একটা শব্দ লেখা 'লীলাবতী'!

ওসি সাহেব লীলাবতীর দিকে তাকিয়ে বলল, আপনার নামই তো লীলাবতী। এই লোক লক্ষবার আপনার নাম লিখেছে, কারণ কী ?

লীলাবতী বলল, আপনি যেমন কারণ জানেন না আমিও জানি না।

তার সঙ্গে আপনার পরিচয় ছিল না ?

লক্ষবার নাম লেখার মতো পরিচয় ছিল না।

সে যে অতি বিপদজনক ব্যক্তি তা কি জানেন ?

আগে জানতাম না। এখন জানলাম।

আগে কী জানতেন ?

আগে জানতাম উনি লাজুক ধরনের একজন মানুষ। ওসি সাহেব শুনুন, আমি খুব খুশি হবো খাতা চারটা যদি আপনি রেখে যান।

খাতাগুলি 'সীজ' করা হয়েছে। রাখা যাবে না।

আপনাদের কাছে চারটা খাতা খুবই গুরুত্বপূর্ণ মনে হচ্ছে। মনে হচ্ছে সাংকেতিক ভাষায় অনেক গোপন তথ্য লুকানো ?

ওসি সাহেব জবাব দিলেন না। তিনি মঞ্জুকে নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন।

আপনি কে ?

www.MurchOna.com

আমার নাম মঞ্জু। মঞ্জুল করিম।

আপনি এই বাড়ির কে ?

আমি এই বাড়ির কেউ না।

এই বাড়ির কেউ না, তাহলে এই বাড়িতে আছেন কেন ?

আমি লীলাবতীকে তার মামার বাড়ি থেকে এ বাড়িতে নিয়ে এসেছি।

সেটা কবে ?

প্রায় দেড় বছর।

দেড় বছর ধরে এ বাড়িতে আছেন ? আপনি কী করেন ? অর্থাৎ এই বাড়িতে আপনার কাজটা কী ?

মঞ্জু হকচকিয়ে গেলেন। তাই তো, এ বাড়িতে তাঁর কাজটা কী ?

ওসি সাহেব বললেন, আপনাকে যে আমার সঙ্গে একটু থানায় যেতে হবে।

কেন ?

জিজ্ঞাসাবাদ করব।

জিজ্ঞাসাবাদ এখানে করেন।

সব জিজ্ঞাসাবাদ সব জায়গায় করা যায় না।

আমি থানায় যাব না। জিজ্ঞাসাবাদ যা করার এখানে করেন।

ওসি সাহেব বললেন, ইউ আর আন্ডার অ্যারেস্ট।

পুলিশের দল রাত আটটায় মঞ্জুকে হ্যান্ডকাফ এবং কোমরে দড়ি বেঁধে ধর্মপাশা থানার দিকে রওনা হলো। সারা গ্রামের মানুষ ভেঙে পড়ল এই দৃশ্য দেখার জন্যে।

পরীবানু কাঁদছে। তার দুই পুত্র ঝড়-তুফান চিৎকার করে কাঁদছে। জইতরী-কইতরী কাঁদছে। সিদ্দিকুর রহমান তাঁর বাড়ির উঠানে ইজিচেয়ারে স্তব্ধ হয়ে বসে আছেন। তাঁর পেছনে হাঁটু গেড়ে বসে আছে সুলেমান-লোকমান। এক সময় সিদ্দিকুর রহমান চাপা গলায় বললেন, আমার বাড়ির মেহমান পুলিশ আমার সামনে থেকে ধরে নিয়ে গেল। এত বড় অপমান আল্লাহপাক আমার জন্যে রেখেছেন ?

তাঁর কথা শেষ হবার আগেই সুলেমান নিঃশব্দে উঠান ছেড়ে গেল। সুলেমানের ছোড়া অলঙ্গায় (বর্শা জাতীয় অস্ত্র) ধর্মপাশা থানার ওসি নিহত হলেন, সেকেন্ডে অফিসার গুরুতর আহত হলেন। রিজার্ভ পুলিশ তলব করা হলো ময়মনসিংহ থেকে। সিদ্দিকুর রহমান সাহেবকে গ্রেফতার করে

www.MurchOna.com

ময়মনসিংহ নিয়ে যাওয়া হলো পরের দিন ভোরে। সেই দিন দুপুরেই শত শত মানুষ ধর্মপাশা থানা ঘেরাও করে থানা জ্বালিয়ে দিল। দৈনিক আজাদ পত্রিকায় যে রিপোর্টটি ছাপা হলো তার শিরোনাম—

ধর্মপাশা থানা ভস্মিভূত ও লুণ্ঠিত
চার পুলিশ নিহত

তারিখ ৪ জুলাই ১৯৫৭ সন।

সিদ্দিকুর রহমান সাহেবের দিন কাটছে জেল হাজতে। মামলা চলছে দীর্ঘদিন। হাতকড়া বাঁধা অবস্থায় তিনি দিনের পর দিন কোর্ট যাচ্ছেন। কোর্ট থেকে ফেরত আসছেন। উকিলদের জেরার মুখে তিনি একটি কথাই বলছেন, সুলেমান নিজের ইচ্ছায় কিছু করে নাই, আমি তাকে বলেছি মঞ্জুকে ছাড়িয়ে আনতে। মঞ্জু আমার বাড়ির অতিথি। তাকে কোমরে দড়ি বেঁধে নিয়ে যাবে তা হয় না। সিদ্দিকুর রহমান সাহেবের উকিল বাবু নিত্যরঞ্জন সাহা তাঁকে অনেক বুঝিয়েছেন। তাঁকে বলেছেন, আপনি অপরাধ নিজের ঘাড়ে টেনে নিচ্ছেন, এতে লাভ হবে না। সুলেমান বাঁচবে না, তাকে ফাঁসিতে ঝুলতে হবে। মাঝখান থেকে আপনি বিপদে পড়বেন। আপনি যেটা সত্যি সেটা বলুন। বলুন আপনি এই বিষয়ে কিছুই জানেন না। সুলেমান যা করেছে নিজের দায়িত্বে করেছে। সিদ্দিকুর রহমান বলেছেন, আমি একেকবার একেক কথা বলি না উকিল সাহেব।

লীলা ময়মনসিংহ জেলখানায় অনেকবার বাবাকে দেখতে এসেছে। শুরুতেই সিদ্দিকুর রহমান বলেছেন, মাগো, মামলা নিয়ে কোনো কথা বলবে না। মামলা নিয়ে চিন্তা করবে উকিল-মোক্তার। কথা বলবে উকিল-মোক্তার। তুমি অন্য বিষয়ে কথা বলো। দুঃখ-কষ্টের কথা বলবা না। আনন্দের কথা যদি থাকে বলো।

একটি আনন্দ সংবাদ লীলা দিয়েছে। তিনি অত্যন্ত আনন্দ পেয়েছেন। পরীবানুর সঙ্গে বিয়ে হচ্ছে মঞ্জুর। সিদ্দিকুর রহমান সংবাদ শুনে বলেছেন, আমি আমার দীর্ঘ জীবনে অল্প কিছু ভালো সংবাদ পেয়েছি, এটা তার একটা। যদি সম্ভব হয় বিবাহের পরে পরীবানু এবং মঞ্জু যেন আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে। বিবাহের উপহার হিসাবে আমি তাদের দানপত্র করে কিছু বিষয়-সম্পত্তিও দিব। মাগো এখন আমাকে বলো, এই দুইজনের বিবাহের চিন্তাটা কি তোমার মাথায় এসেছে ?

www.MurchOna.com

লীলা বলল, হ্যাঁ।

সাবাস বেটি। সাবাস। কেউ কোনো বড় কাজ করলে আমরা বলি সাবাস। কেন বলি জানো ?

জি না।

তাহলে আমার কাছ থেকে শোনো। পারস্যের এক সম্রাট ছিলেন, নাম শাহ আব্বাস। উনি ছিলেন মহান সম্রাট। সারাজীবন তিনি বড় বড় কাজ করে গেছেন। তারপর থেকে কেউ যদি বড় কোনো কাজ করত বা ভালো কাজ করত সবাই বলত— আরে এই লোক দেখি শাহ আব্বাসের মতো! সেখান থেকে হলো সাবাস। কেউ ভালো বা বড় কিছু করলেই আমরা বলি সাবাস।

এই গল্প আপনাকে কে বলেছে ?

আনিস মাস্টার বলেছে। তার কাছ থেকে আমি অনেক কিছু শিখেছি। মাগো শোনো, আনিস মাস্টারের মামলা কোর্টে উঠতেছে বলে খবর পেয়েছি। এই মামলার যাবতীয় খরচ আমি দিব। তুমি ব্যবস্থা করো।

আমি যা করার করব।

তোমার মা, সে কেমন আছে ? সত্য কথা বলবা। আমি বুঝদার মানুষ। আমাকে বুঝ দেওয়ার কিছু নাই।

উনার শরীর ভালো না। শরীর খুবই খারাপ। তবে মাথা এখন ঠিক আছে। চিন্তা-ভাবনা পরিষ্কার।

আলহামদুলিল্লাহ। শরীরের সুস্থতা কোনো বিষয় না মা। মনের সুস্থতাই সুস্থতা।

রমিলাকে মূল বাড়ি থেকে শহরবাড়িতে নেয়া হয়েছে। তার সেবার সব দায়-দায়িত্ব নিয়েছে পরীবানু। কাজটা সে করে কঠিন শৃঙ্খলায়। একটুও এদিক-ওদিক হবার উপায় নেই। প্রতিদিন দুপুরে কর্পূর মেশানো গরম পানি দিয়ে গোসল। এই গোসল রমিলাকে করতেই হবে। একবেলার জন্যেও বাদ যাবে না। গায়ে জ্বর থাকলেও বাদ যাবে না। বিকালে পাকা পেঁপে। পরীবানু মুখে তুলে পেঁপে খাওয়াবে। সেখানেও না করা যাবে না। খাওয়া-খাদ্যের হাত থেকে বাঁচার জন্যে রমিলা প্রায়ই নানান কৌশল করেন। কোনো কৌশলই কাজ করে না। একদিন তিনি বললেন, মাগো, তোমাকে একটা সিমাসা দেই। যদি সিমাসা ভাঙাতে পারো তাহলে খাব। ভাঙাতে না পারলে খাব না। সিমাসাটা হলো—

www.MurchOna.com

নাই পুষকুনির নাই জলে
নাই পদ্ম ফোটে
কও দেখি জিনিসটা কী
বুদ্ধি থাকলে ঘটে।

পরীবানু বলল, আমার ঘটে কোনো বুদ্ধি নাই। একটা বুদ্ধি আছে, আপনি না খাওয়ার মতলব করছেন। লাভ নাই, হাঁ করেন।

রাতে পরীবানু ঘুমায় রমিলার সঙ্গে। রমিলা নানান বিষয়ে কথা বলেন কিন্তু একবারও জানতে চান না সিদ্দিকুর রহমান মানুষটার কী হলো। তিনি কোথায় আছেন কীভাবে আছেন। লীলা একদিন বলল, মা, চলেন আপনাকে বাবার সঙ্গে দেখা করিয়ে আনি। তিনি সঙ্গে সঙ্গে গুটিয়ে গিয়ে বললেন, নাগো মা, না।

লীলা বলল, না কেন ?

মানুষটাকে আমি সারাজীবন দেখেছি মাঠে ময়দানে, খোলা জায়গায়। আইজ সে তালাবন্ধ, এইটা দেখতে মন চায় না।

মা, আপনার কি মানুষটার জন্যে খারাপ লাগে না ?

রমিলা লীলাকে বিস্মিত করে দিয়ে বললেন, সেই রকম খারাপ লাগে না।

কেন সেই রকম খারাপ লাগে না ?

মানুষটা হিসাবের মধ্যে পড়ছে, এই জন্যে খারাপ লাগে না।

বুঝিয়ে বলেন। হিসাবের মধ্যে পড়েছে মানে ?

রমিলা শান্ত গলায় বলেছেন, আল্লাহপাক হিসাবে দুনিয়া চালান। তাঁর হিসাবে ত্রুটি নাই। মাসুদরে তোমার পিতা তালাবন্ধ করছিল, আল্লাহপাক সেই হিসাবে উনাকে তালাবন্ধ করেছেন। মাসুদ চলে গেছে, আল্লাহপাক সেই হিসাব করে আরেকজনরে উপস্থিত করেছেন, তার নাম মঞ্জু।

আপনার মতো চিন্তা করতে পারলে সুখে থাকতে পারতাম।

তুমি যে আমার মতো চিন্তা করবা না, সুখে থাকবা না— এইটাও আল্লাহপাকের হিসাব।

লীলা বলল, মা, আপনি তো ভবিষ্যৎ বলতে পারেন, এই মামলার রায় কী হবে বলতে পারেন ?

রমিলা বললেন, কোরান মজিদে আল্লাহপাক বলেছেন— 'নাসরুম মিনাল্লাহি ওয়া ফাতহুন কারিব।'

এর অর্থ কী ?

এর অর্থ, 'আল্লাহ তাদের বিজয় দান করেন, যারা এর উপযুক্ত।' আমার

www.MurchOna.com

হুজুরের এই আয়াতটা খুব পছন্দ ছিল। হুজুরের কথা তো তোমাকে বলেছি। বলি নাই ?

বলেছেন। এখন বলুন বাবা কি বিজয়ের উপযুক্ত ?

সেই বিবেচনা আল্লাহপাক করবেন। হিসাব তাঁর কাছে।

পরীবানুর সঙ্গে এখন তাঁর প্রবল সখ্য হয়েছে। প্রায়ই নিশিরাতে তিনি ধাক্কা দিয়ে পরীবানুর ঘুম ভাঙান। পরীবানু আতঙ্কিত গলায় বলেন, মা, শরীর ঠিক আছে ? কোনো অসুবিধা ?

রমিলা চাপা গলায় বলেন, কোনো অসুবিধা নাই। তুমি একটা গীত করো। শুনি।

পরীবানু প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই গীত ধরে—

পীরিতের ভাঙা নাও
নিয়া বান্ধই কোথায় যাও
কোন পবনে নাম লেখাও
দেখাও যৈবনের বাহার ॥

গান শুনতে শুনতে রমিলা হাত রাখেন পরীবানুর পিঠে। নিজে গানের তালে তালে মাথা দোলাতে শুরু করেন। একসময় ক্ষীণ এবং অস্পষ্ট স্বরে তিনিও পরীবানুর সঙ্গে গাইতে থাকেন— 'দেখাও যৈবনের বাহার।'

পরীবানু গান শেষ করে বলে, মা, খুশি হয়েছেন ?

রমিলা বলেন, তোমার সকল কর্মকাণ্ডেই আমি খুশি। আমার যদি বিষয়-সম্পত্তি থাকত সব তোমারে দিয়া যাইতাম। আমার কিছুই নাই।

আপনার এমন এক জিনিস আছে যা অন্য কারোর নাই, সেইটা আমারে দিয়া যান।

কোন জিনিসগো মা ?

ভবিষ্যৎ বলার ক্ষমতা। এইটা আমারে দিয়া যান।

হাতে থাকলে দিতাম। আমার হাতে নাই।

আশ্বিন মাসের এক মধ্যরাতে রমিলা লীলাকে ডেকে পাঠালেন। শান্ত গলায় বললেন, মাগো শোনো, আমার দাদি শাশুড়ির মৃত্যু যখন উপস্থিত হয় তখন তোমার পিতা তাঁর জন্যে দিঘির পাড়ে একটা ঘর বানায়ে দিলেন। মউত ঘর। আমার দাদি শাশুড়ির মৃত্যু মউত ঘরে হয়েছিল। তিনি বড়ই কষ্ট করেছিলেন। তাঁর শরীর পচে গিয়েছিল, চউখ গলে গিয়েছিল। আমি তাঁর সেবা করতাম। শেষের দিকে তাঁর উপর আমি বড়ই নারাজ হয়েছিলাম। আল্লাহপাক তাঁর হিসাব

www.MurchOna.com

ঠিক রাখবেন। আমারও আমার দাদি শাশুড়ির মতো কষ্টের মৃত্যু হবে। আমার শরীর পচে গেলে যাবে। আমি চাই না তখন কেউ আমার সেবা করুক। তুমি আমার জন্যে মউত ঘর বানাতে বলো।

লীলা বলল, আমি আপনার জন্যে মউত ঘর বানাব না। আপনার যদি মৃত্যু হয় এই বাড়িতে হবে। আপনার জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত আমি আপনার সেবা করব।

মাগো, অতি ভয়ঙ্কর মৃত্যু আমার জন্যে অপেক্ষা করতেছে। আমি চোখের সামনে স্পষ্ট দেখতেছি।

রমিলার শেষ ভবিষ্যৎবাণী ফলে নি। তিনি কার্তিক মাসের তিন তারিখ নিজ বিছানায় শুয়ে মারা গেছেন। সামান্যতম মৃত্যুযন্ত্রণাও তার হয় নি। তাঁর ঠোঁটে লেগে থাকা হাসি দেখে মনে হচ্ছিল, জীবনের শেষপ্রান্তে এসে তাঁর মনে হয়েছে রঙ্গে ঢং-এ জীবনটা তো ভালোই পার করলাম।

লীলা তার মায়ের মৃত্যুর বিষয়ে লিখল— মৃত্যুর সময় আমি তাঁর পাশে ছিলাম। সেদিনই তিনি নতুন সাবান দিয়ে গোসল করে নতুন শাড়ি পরলেন। লজ্জিত গলায় আমাকে বললেন, কাঁচা সুপারি, খয়ের আর চুন দিয়ে একটা পান খাব মা। ঠোঁট লাল করব। আমি পান এনে দিলাম। উনি বললেন, চুনটা ভালো না। শঙ্খ চুন আনায়ে দেও। শঙ্খ চুন আনতে বাজারে লোক গেল। আমি বললাম, আজ মনে হয় আপনি ভালো বোধ করছেন। আসুন বাগানে গিয়ে বসি। তিনি বললেন, না। তারপরই তাঁর মধ্যে সামান্য অসুস্থতা দেখা গেল। তিনি বললেন, আমার মাথাটা তোমার কোলে নাও। আমি তাঁর মাথা কোলে নিলাম। তিনি অস্পষ্ট স্বরে বললেন, আল্লাহপাক আমার অপরাধ ক্ষমা করেছেন।

আমি বললাম, মা, আপনি তো কোনো অপরাধ করেন নাই। অপরাধের ক্ষমার প্রশ্ন আসছে কেন ?

তিনি হাঁপাতে হাঁপাতে বললেন, সব মানুষই অপরাধের মধ্যে বাস করে গো মা। পায়ের নিচে পড়ে পিঁপড়া মারা যায়, সেটাও তো অপরাধ। আমার বিরাট ভাগ্য আল্লাহপাক আমার সব অপরাধ ক্ষমা করেছেন। তার কিছুক্ষণের মধ্যেই তাঁর মৃত্যু হয়। আমি এত সহজ এবং এত সুন্দর মৃত্যু আগে কখনো দেখি নি। ভবিষ্যতে কোনো দিন দেখব তাও মনে হয় না।

www.MurchOna.com

মঞ্জু তাঁর স্ত্রী এবং ঝড়-তুফানকে নিয়ে নিজ গ্রামে ফিরে গেছেন। লীলাবতীকে বলেছেন, মা, আমি তো ঘরজামাই না। ঘরজামাই হলে ভিন্ন কথা ছিল। আমি এখন একা না, আমার স্ত্রী আছে, দুই পুত্র আছে।

লীলাবতী বলল, পরী কি আপনার সঙ্গে যেতে চায় ?

মঞ্জু বিরক্ত হয়ে বললেন, তার আবার চাওয়া-চাওয়ি কী ? আমি যেখানে যাব সেও সেখানে যাবে।

দেখা গেল পরীবানু শুধু যে একা যেতে চাচ্ছে তা-না জইতরী-কইতরী দুই বোনও যেতে চাচ্ছে। লীলাবতী বলল, তোমরা কেন যাবে ?

কইতরী জবাব দিল না। জইতরী বলল, আমি যাব।

লীলাবতী বলল, কেন ?

জইতরী মাটির দিকে তাকিয়ে রইল। জবাব দিল না। মঞ্জু বললেন, আমার অঞ্চলে ভালো স্কুল আছে। আমি তাদের স্কুলে ভর্তি করে দিব। চোখে চোখে রাখব। এইখানে তুই ছাড়া আর কে আছে ? তুই নিজেও তো সারাজীবন থাকবি না। তোর বিয়ে হবে। তুই চলে যাবি স্বামীর সংসারে। এই দুই মেয়ে এত বড় জায়গায় একা একা ঘুরবে ? এটা তোর কেমন বিবেচনা ?

লীলাবতী চুপ করে গেল। তার একবার বলতে ইচ্ছা করছিল, মামা, তোমার যুক্তি মানলাম। কিন্তু আমি এখানে একা পড়ে থাকব এটা তোমার কেমন বিবেচনা ? সে কিছু বলল না।

মঞ্জুর সঙ্গে যাবার জন্যে আরো দুজন তৈরি হলো। একজন বদু আরেকজন নিরঞ্জন। বদু বলল, আপনি যেখানে আমি সেখানে। এখন আমারে মারেন কাটেন আপনের বিষয়। নিরঞ্জন কিছু বলল না। সে বিনা প্রয়োজনে কথা বলে না। যাওয়া বিষয়ে কোনো কথা বলার প্রয়োজন সে বোধ করছে না। মঞ্জু ঠিক করেছেন, নিরঞ্জনকে নিয়ে তিনি একটা ভাতের হোটেল দিবেন। হোটেলের নাম দিবেন 'হিন্দু-মুসলিম হোটেল'। হোটেলের একজন বাবুর্চি নিরঞ্জন, আরেকজন তিনি নিজে। আগের মতো দিন কাটালে এখন হবে না। আয়-রোজগারের পথ

www.MurchOna.com

দেখতে হবে। ছিলেন একা মানুষ, হুট করে সংসার বড় হয়েছে। সংসারে এখন আটজন মানুষ। ঝড়-তুফান। ঝড়-তুফানের মা। জইতরী-কইতরী। বদু এবং নিরঞ্জন। এর মধ্যে বদু একাই তিনজনের ভাত খায়।

মঞ্জুর ভাতের হোটেল চালু হয়েছে। হোটেলের নাম 'হিন্দু-মুসলিম হোটেল' না। পরীবানু এই নাম রাখতে দেয় নি। পরীবানুর যুক্তি হলো, হিন্দু-মুসলিম হোটেল নাম দিলে হিন্দুও সেই হোটেলে যাবে না, মুসলমানও যাবে না। মঞ্জু পরীবানুর যুক্তিতে মোহিত হলেন। হোটেলের নাম হলো 'আদর্শ হোটেল'। মঞ্জু তাঁর স্বভাব মতো এক সপ্তাহ হোটেল দেখেছেন। এখন আর কিছু দেখছেন না। এখন দেখছে পরীবানু। সে ভালোভাবেই দেখছে। হোটেল ভালো চলছে। হাটের দিনে তিনবার হাঁড়ি চড়াতে হয়। হোটেলের ভেতর কাস্টমারদের জায়গা দেওয়া যায় না। কাস্টমাররা থালা হাতে হোটেলের বাইরে বসে যায়। তিন আইটেম রান্না হয়— ভাজি, ডাল, মাংস। মাছের কোনো আইটেম এখনো চালু করা হয় নি। এর পেছনেও পরীবানুর হাত আছে। পরীবানুর যুক্তি— মাছ সবাই বাড়িতেই খায়। হোটেল-রেস্টুরেন্টে সবাই মাংস খেতে চায়।

হোটেলের বাজার এবং টাকা-পয়সার হিসাবের দায়িত্বে আছে বদু। আগে তার দিন কেটেছে শুয়ে-বসে, এখন সে নিঃশ্বাস ফেলার ফুরসুতও পাচ্ছে না। রাত ন'টায় হোটেল বন্ধ করে সে ঘরে ফিরে। তার সঙ্গে হোটেলের এক কর্মচারীও (মিলন হাওলাদার, ডাক নাম হাওলু মিয়া) আসে। যার কাজ হচ্ছে, বদুর গায়ে তেল ডলা। একসময় বদুর দিন কাটত অন্যের গায়ে তেল ডলাডলি করে, এখন অন্য একজন তার গায়ে তেল ডলাডলি করছে। জীবনের এই উত্থানে সে চমৎকৃত।

রাতে তেল ডলাডলির অংশটা সে বড়ই উপভোগ করে। হাওলু মিয়া কাজটা করেও চমৎকার। সরিষার তেলে রসুন দিয়ে জ্বাল দেয়। সেই তেলের বাটি হারিকেনের উপর দিয়ে রাখে। তেল থাকে গরম। গরম তেল গায়ে ডলা হয়। আরামে বদুর চোখ বন্ধ হয়ে আসে। চোখ বন্ধ করে নানান গল্প করতে তার বড় ভালো লাগে।

হাওলু মিয়া শোনো, কাজকর্মের চাপ একটু কমলে তোমারে আমাদের অঞ্চলে নিয়া যাব। আহারে কী জায়গা! কী বিরাট বাড়ি চাচাজির! মূল বাড়ি, উত্তর বাড়ি, শহর বাড়ি। তয় ভূতের উপদ্রব।

ভূতের উপদ্রব ?

www.MurchOna.com

ছোট বাড়িতে ভূতের উপদ্রব থাকে না। বড় বড় সব বাড়িতে জিন-ভূত থাকে। অনেক ঘর থাকে খালি, এরা আশ্রয় নেয়।

আপনে জিন-ভূত দেখছেন ?

চাচাজির বাড়িতে থাকব, জিন-ভূত দেখব না এইটা হয়!

ভয় পাইছেন ?

নাহ্। রোজ রাতে দেখলে ভয় থাকে না। দেখতে চাইলে তোমারে দেখাব। কোনো অসুবিধা নাই। বেশি ভয় পাইলে আয়াতুল কুরসি পইড়া ফুঁ দিবা। আয়াতুন কুরসি জানো তো ?

জি না।

শিখা নিবা। আয়াতুল কুরসি মুখস্থ না করলে তোমারে নিয়া যাব না। কখন কী বিপদ হয়! বিবাহ করেছ ?

জি না।

ইচ্ছা করলে আমাদের অঞ্চলে বিবাহ করতে পারো। আমাদের অঞ্চলের মেয়ে অত্যধিক সুন্দর। তাদের আদব-লেহাজও ভালো। আমি ব্যবস্থা করে দিব। আমার এককথায় বিবাহ হয়ে যাবে। চাচাজির সঙ্গে কাজ করেছি তো। আমাদের ইজ্জতই অন্যরকম। কেউ কোনো কথা ফেলব না।

হাওলু মুগ্ধ হয়ে শোনে। অতি আশ্চর্য সেই ভাটি অঞ্চলে তার যেতে ইচ্ছা করে।

মঞ্জু বাগদীর বাজারের হাট থেকে একটা ঘোড়া কিনেছেন! গাধা ধরনের ঘোড়া। সাইজে ছোট। গাধার মতোই লম্বা লম্বা কান। হাঁটা-চলার আগ্রহ খুবই কম। সে তার চার ঠ্যাঙ মাটিতে পুতে দাঁড়িয়ে থাকে। লাগাম ধরে টানাটানি, পিঠে বাড়ি কিছুতেই কাজ হয় না।

পরীবানু বিরক্ত। সে বেজার মুখে বলল, এটা কী ঘোড়া কিনেছেন। গাধা মার্কা ঘোড়া।

মঞ্জু বলেছেন, গাধা মার্কা ঘোড়াই দরকার। আমি গাধা মার্কা লোক। আমার ঘোড়াও গাধা মার্কা।

ঘোড়া কেনার আপনার দরকারটা কী ছিল ?

দরকার আছে বলেই কিনেছি। বিনা দরকারে আমি কিছু করি না। ঘোড়া আমি তোমার জন্যেও কিনি নাই। আমার জন্যেও কিনি নাই। ঝড়-তুফানের জন্যে কিনেছি। এরা ঘোড়ায় চড়া শিখবে। এরা দুইজন হেজি-পেজি না। এরা সিদ্দিক সাহেবের নাতি।

www.MurchOna.com

ঘোড়া উঠানে দাঁড়িয়ে থাকে। ঝড়-তুফান দুই ভাই মহানন্দে ঘোড়ার পিঠে বসে থাকে। এদের আনন্দ দূর থেকে দেখে পরী। আনন্দে তার চোখেও পানি আসে। সে তার জীবনের আনন্দ-সংবাদ জানিয়ে লীলাবতীকে একটি চিঠিও লিখেছে—

বুবু,

শত সহস্র সালাম। নিবেদন আমরা সকলে মঙ্গলমতো আছি। তুফান কিছুদিন কাশিতে কষ্ট পাইয়াছে। বাসক পাতার রস খাইবার পর আরোগ্য হইয়াছে। ঝড় মাশাল্লাহ ভালো আছে। অসুখ-বিসুখ তার তেমন হয় না।

এইদিকে আমি ঘর-দুয়ার গুছাইবার চেষ্টা করতেছি। আপনার মামাকে আপনি চিনেন। তিনি বিনা কাজের কাজি। সকাল হইতে নিশিরাত পর্যন্ত কর্ম ছাড়াই অতি ব্যস্ত। লাটিমের মতো ঘূর্ণনের মধ্যে আছেন। নিজের বিষয়-সম্পত্তি কী আছে কিছুই জানেন না। আমি এখানে না আসিলে সমস্তই দশভূতে লুটিয়া খাইত।

তাহার বিষয়-সম্পত্তি খারাপ না, ভালোই। বাড়ির পেছনের বাগানে সুপারি গাছ আছে একচল্লিশটা। কাঁঠাল গাছ সতেরোটা, আম গাছ সাতটা, পেয়ারা গাছ আঠারোটা।

আপনি নিশ্চয়ই আমার পত্র পাঠ করিয়া হাসিতেছেন এবং আপনার ধারণা হইয়াছে, আমার বর্তমান কাজ গাছ গোনা। ইহা সত্য। আমি এখন উনার কী আছে না আছে তাহা নিয়াই ব্যস্ত। উনার প্রতিটি জিনিসই মনে হয় আমার জিনিস। আপনাদের বিশাল ভূ সম্পত্তি দেখিয়া আসিয়াছি। তাহার কোনো কিছুই আমার আপন মনে হয় নাই। বুবু, আমার কথায় মনে কষ্ট নিবেন না।

আপনার মঞ্জু মামার মা মৃত্যুকালে প্রচুর গয়না রাখিয়া গিয়াছিলেন। উনি কিছুই জানিতেন না। পুরাতন বাক্স পোঁটলা পুঁটলি ঘাঁটিতে ঘাঁটিতে আমি তার সন্ধান পাই। স্যাকরা আনাইয়া গয়না ওজন করাইয়াছি। সর্বমোট ছাপ্পান্ন ভরি সোনার গয়না আছে।

বুবু, আপনি জইতরী-কইতরীকে নিয়া কোনো দুশ্চিন্তা করিবেন না। দুইবোন ভালো আছে। আনন্দে আছে।

www.MurchOna.com

আপনার মামা বাড়ির পেছনের বাগানে দুই বোনের জন্য দুইটি খড়ের চালা নির্মাণ করিয়াছেন। একটির নাম দিয়াছেন কইতর মহল। অন্যটির নাম দিয়াছেন জইতর মহল। দুইবোন দিনের বেশিরভাগ সময় এই দুই চালাতে থাকে।

আপনার মঞ্জু মামার বাড়িতে পানির ভালো ব্যবস্থা ছিল না। আমি একটি টিউবওয়েল বসাইয়াছি। আল্লাহর মেহেরবানি, টিউবওয়েলের পানি অতি সুস্বাদু প্রমাণিত হইয়াছে। নিজেদের বাড়িতে টিউবওয়েল থাকা সত্ত্বেও অনেকে আমাদের টিউবওয়েলের পানি নিতে আসে। এই বাড়িতে একটি কুয়া ছিল। সংস্কারের অভাবে কুয়া বুজিয়া গিয়াছিল। আমি ঠিক করাইয়াছি এবং কুয়াতলা বাঁধাইয়া দিয়াছি। জায়গাটা এখন অতি মনোরম হইয়াছে।

বুবু, আপনাকে লেবু বাগানের কথা বলিতে ভুলিয়া গিয়াছি। লেবু বাগান আমার শাশুড়ির নিজের হাতে করা। সারা বৎসর বাগানে লেবু থাকে। বাড়ির সামনের পুকুরের পাড়ে আমার শাশুড়ির হাতে লাগানো নারিকেল গাছ আছে ত্রিশটা। প্রতিটা গাছই ফলবতী। আগে ডাব-নারিকেল দশ ভূতে নিয়া যাইত। এখন আর হইতেছে না। পুকুরের চার দিকে কাঁটাতারের বেড়া দিবার সিদ্ধান্ত নিয়াছি। ইনশাল্লাহ আগামী বর্ষার আগেই কার্য সমাধা করিব।

বুবু, অনেক কথা লিখিয়া ফেলিয়াছি। পত্রে কোনো ভুল-ত্রুটি করিয়া থাকিলে ক্ষমা দিবেন।

ইতি—
আপনার স্নেহের হতভাগিনী
পরীবানু

www.MurchOna.com

আনিসের মামলা কোর্টে উঠেছে। তার বিরুদ্ধে অভিযোগ গুরুতর—রাষ্ট্রদ্রোহিতা। ১৮৭৮ সনের আইন। ১২৮ ধারা। একই সঙ্গে অস্ত্র আইন, ১৯-ক ধারা। দুটিতেই সর্বোচ্চ শাস্তি যাবজ্জীবন।

আনিস খুব অবাক হয়ে লক্ষ করল, তিনজন বিখ্যাত আইনজীবী তাঁর পক্ষে মামলা পরিচালনা করছেন। এই তিনজনের একজন ব্যারিস্টার শমসের এলাহী। ক্রিমিন্যাল মামলায় যার খ্যাতি তুঙ্গস্পর্শী।

শমসের এলাহী আনিসকে প্রথম দেখাতেই বললেন, আমরা খুব বেশি কিছু আপনার জন্যে করতে পারব সেরকম মনে হয় না, তবে আপনাকে জেলে থাকার মেয়াদ কিছু কমাতে পারব। আশা করছি সাত-আট বছরে নিয়ে আসব।

আনিস বলল, আপনাদের কে নিয়োগ করেছে জানতে পারি ?

শমসের এলাহী বললেন, সিদ্দিকুর রহমান বলে একজন। তবে উনি পেপার হেড। মূল পরিচালক একজন মহিলা। নাম লীলাবতী। এই নামে কেউকে চেনেন ?

চিনি।

উনি কি আপনার কোনো আত্মীয় ?

না।

উনারা জলের মতো অর্থব্যয় করছেন বলেই কৌতূহলী হয়ে প্রশ্নটা করলাম। কিছু মনে করবেন না।

আমি কিছু মনে করি নি।

উনি আপনাকে একটা চিঠিও দিয়েছেন। চিঠিটা সেন্সার করতে দেয়া হয়ে গেছে। সেন্সারে যদি প্রমাণিত হয় চিঠি নির্দোষ, আপনি পেয়ে যাবেন।

ঠিক আছে।

আনিস চিঠি পেয়েছে একমাস পর।

চিঠির নানান জায়গায় তিন-চারজনের সিগনেচার। এক জায়গায় সিল মারা, লেখা Passed. লীলাবতী লিখেছে—

www.MurchOna.com

আনিস সাহেব,

সালাম নিন। বাবা আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন যাতে আপনার মামলা পরিচালনের ব্যয়ভার বহন করা হয়। আমি বাবার নির্দেশ পালন করছি। উনি আপনাকে খুব পছন্দ করতেন এবং এখনো করেন।

আপনি সম্ভবত জানেন না, বাবা এক জটিল পরিস্থিতির শিকার হয়ে বর্তমানে জেল-হাজতে আছেন। ময়মনসিংহ জজ কোর্টে তাঁর মামলা চলছে। আমি মাঝে মাঝে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে যাই। নানান বিষয়ে কথা হয়, সেখানে আপনার প্রসঙ্গও আসে।

বাবার কাছে শুনেছি, আপনার নাকি অভ্যাস ছিল রেললাইনে বসে থাকা। অনেকবারই তিনি দেখেছেন— আপনি রেললাইনে মাথা নিচু করে বসে আছেন। কেন বসে থাকতেন বলুন তো ? আমি ঠিক করেছি, এক রাতে আপনার মতো রেললাইনে বসে থেকে দেখব ব্যাপারটা কী ?

আপনার লেখা চারটা বিশাল খাতা এই মুহূর্তে আমার কাছে আছে। পুলিশ সাংকেতিক কোনো লেখা মনে করে সীজ করেছিল, পরে আমাকে দিয়ে দিয়েছে।

চারটি খাতায় আপনি মোট কতবার 'লীলাবতী' নামটি লিখেছেন আমি গুনেছি। হাতে এখন আমার প্রচুর অবসর। কোনো কাজ নেই বলেই এই কাজটি করা। লীলাবতী নামটি সর্বমোট কতবার লেখা তা আমি এখন জানি। আপনি কি জানেন ? আপনি চাইলে খাতা চারটি পাঠাতে পারি, আপনি গুনে দেখতে পারেন।

ভালো কথা, চার নম্বর খাতার শেষ তিনটা পৃষ্ঠা খালি। আপনি কি লেখার সময় পান নি ? না-কি ধৈর্য হারিয়ে ফেলেছিলেন ? শেষের তিনটা সাদা পাতা দেখে মন খারাপ হয়। মনে হয় বিরাটা একটা কাজ (!) অসম্পূর্ণ থেকে গেল। মাঝে মাঝে আমার ইচ্ছা করে অসম্পূর্ণ কাজটা নিজেই সম্পূর্ণ করি। তিনটা পাতা আমি নিজেই লিখে ফেলি। আবার মনে হয়, এটা ঠিক হবে না। আমার হাতের লেখা আপনার মতো সুন্দর না। তাছাড়া নিজের নাম লিখতে সংকোচও লাগে।

www.MurchOna.com

সবচে' ভালো হয় কী জানেন ? সবচে' ভালো হয় আপনি যদি কোনো একদিন চলে আসেন। জেলখানা থেকে একসময় না একসময় ছাড়া তো পাবেনই। চলে আসবেন আমাদের এখানে। শেষ তিন পৃষ্ঠা লিখে আপনার চার খণ্ডের বড় একটি কাজের সমাপ্তি টানবেন।

আমি অপেক্ষা করে থাকব।

বিনীতা

লীলাবতী

www.MurchOna.com

লীলাবতী মূল বাড়ির উঠানে বসে আছে। সে মজার একটা দৃশ্য দেখছে। তার সামনে হাত পঁচিশেক দূরে একটা কাঁঠালগাছ। কাঁঠালগাছের নিচে গর্তমতো হয়েছে। বর্ষার পানি জমেছে গর্তে। সেই পানিতে একটা কাক গোসল করছে। গোসল সারছে অতি ব্যস্ততায়। ঠোঁটে পানি নিয়ে পালকে মাখছে। কাকের স্নান মুগ্ধ হয়ে দেখার কিছু না। অস্বাভাবিক কোনো দৃশ্য না। সব পাখিই স্নান করে। তবে কাকের বিশেষত্ব তার তাড়াহুড়ায়। কাকের স্নান দেখলে মনে হয়, জরুরি কোনো কাজ ফেলে সে এসেছে, তাকে অতি দ্রুত চলে যেতে হবে। তারপরেও এই দৃশ্যটা লীলাবতী মুগ্ধ চোখে দেখছে অন্য কারণে। কাকের স্নান দেখার জন্যে অন্য আরেকটা কাক পাশে বসে আছে। সে ঘাড় বাঁকিয়ে আছে এবং মাঝে মাঝে কা কা করছে।

লোকমান এসে লীলাবতীর পাশে দাঁড়াল। লীলাবতী বলল, লোকমান ভাই, আপনি পুরুষ কাক কোনটা আর মেয়ে কাক কোনটা বুঝতে পারেন? যে কাকটা গোসল করছে সে ছেলে না মেয়ে?

লোকমান না-সূচক মাথা নাড়ল।

লীলাবতী বলল, মাথা নেড়ে আপনি কী বোঝাতে চাচ্ছেন? আপনি জানেন না?

জানি না।

আমার ধারণা যে কাকটা গোসল করছে সেটা মেয়ে কাক। দেখুন সাইজে ছোট।

কিছু খাবেন আপা?

না।

আজ দুপুরে কি জঙ্গলে খাবেন?

তাও জানি না। এখন আপনি সামনে থেকে যান। আপনাকে সবসময় আমার চোখের সামনে থাকতে হবে না।

লোকমান সরে গেল। লীলাবতী আবার তাকালো কাকটার দিকে। প্রথম কাকটার গোসল হয়ে গেছে, এখন দ্বিতীয় কাকটা গোসল করছে। এটাও মনে হয় বিস্মিত হবার মতো ঘটনা। গর্তটা দুটা কাকের একসঙ্গে গোসল করার মতো

www.MurchOna.com

বড় ছিল। তারা তা করল না কেন ? তাদের মধ্যেও কি সৌজন্যবোধের কোনো ব্যাপার আছে ?

লীলাবতী উঠে দাঁড়াল। হাঁটতে শুরু করল স্নানরত কাকটার দিকে। তাকে দেখলে একসময় তারা দুজন ভয় পেয়ে উড়ে চলে যাবে। ভয়টা কখন পাবে এটা তার পরীক্ষা করার ইচ্ছা। সব পাখি মানুষকে সমান ভয় পায় না। কোনো পাখি হয়তো তার দশ গজের কাছাকাছি আসতে দেবে। আবার কেউ দেবে পাঁচ গজ পর্যন্ত। পাখিদের ভয়ের একটা স্কেল তৈরি করা যেতে পারে।

কাক ১০ গজ

শালিক ১৫ গজ

বক ২০ গজ

লীলাবতী কাক দুটার খুব কাছাকাছি চলে এসেছে। এরা নড়ছে না। দুজনই বিরক্ত হয়ে তাকে দেখছে কিন্তু ভয় পাচ্ছে না। জংলা ভিটার পাখিরা তাকে ভয় পায় না। সেখানে লীলাবতীর জন্যে চেয়ার-টেবিল রাখা হয়েছে। চিঠি লেখার ব্যবস্থা। মাসে একটি চিঠি সে তার বাবাকে লিখতে পারে। চিঠি সে জঙ্গলের ভেতর সাজিয়ে রাখা চেয়ার-টেবিলে বসে লেখে। পাশেই বড় পাটিপাতা বড় চৌকি। শুয়ে বিশ্রাম করার জন্য রাখা। সে যখন চিঠি লেখে তখন চৌকিতে ধান ছিটিয়ে দেয়। দুনিয়ার পাখি নেমে আসে। লীলাবতীকে জঙ্গলের খুঁটিনাটি প্রতিটি বিষয় লিখতে হয়। লিখতে হয় বলা ঠিক হয় নি। সিদ্দিকুর রহমান কখনো মেয়েকে এই বিষয়ে কিছু লিখতে বলেন নি। লীলাবতী নিজ থেকেই লেখে। যে মানুষটা হাজতের অতি ক্ষুদ্র একটা ঘরে আটকা পড়ে গেছেন, তার কাছে একটা খোলা জানালা নিয়ে যাওয়া।

'বাবা, মাছরাঙ্গা পাখি যে ফুল খায়— এই তথ্য কি আপনি জানেন ? মাছরাঙ্গা পাখি মাছ খায়— এটাই আমরা সবাই জানি। কিন্তু আমি নিজে ফুল খেতে দেখেছি। জঙ্গলের মাঝামাঝি ডোবার মতো যে জায়গা আছে, সেখানে ছোট ছোট লতানো গাছে ফুল ফুটেছে। ফুলের রঙ নীল। মাছরাঙ্গা পাখিকে দেখলাম শাঁ করে আকাশ থেকে নেমে ঠোঁটে ফুল নিয়ে উড়ে চলে গেল। আমি যে শুধু একবার ঘটনাটা দেখেছি তা না। অনেকবার দেখেছি। কচুরিপানার ফুল ছিঁড়ে নিতেও দেখেছি।

ফুলের বিষয়ে আরেকটা মজার কথা বলি। বনের একেবারে শেষ মাথায় যেখানে কয়েকটা তালগাছ আছে সেই জায়গায় ঝোপমতো জায়গায় কিছু সাদা ফুল ফুটেছে। ফুলগুলি লম্বাটে ধরনের। ফুলের গোড়ায় এবং গাছে প্রচুর কাঁটা। আমি ফুল ছিঁড়ে হাতে নিলাম। গন্ধ শুকলাম। মিষ্টি গন্ধ। অনেকটা খেজুর গুড়ের

www.MurchOna.com

গন্ধের মতো। তারপরই সমস্যা শুরু হলো। যে সব জায়গায় ফুলটা লেগেছে সে সব জায়গায় হঠাৎ চুলকানি এবং জ্বলুনি শুরু হলো। আমার হাত গেল ফুলে। গন্ধ শোকার সময় নাকেও ফুল লেগেছিল। নাকও ফুলে গেল। নিঃশ্বাস নিতে পারি না এমন অবস্থা। ফুলটা আমি অনেককে দেখিয়েছি। কেউ নাম বলতে পারে না। আমি একটা বইয়ের ভেতর ফুলটা রেখে বই চাপা দিয়ে ফুল শুকিয়েছি। আপনাকে আবার যখন দেখতে আসব, ফুলটা সঙ্গে করে নিয়ে আসব। এই ফুলের নিশ্চয়ই কোনো নাম আছে, আমি নাম দিয়েছি বিষফুল।...'

লীলাবতীর চিঠি দীর্ঘ হয়। সেইসব দীর্ঘ চিঠিতে অনেক কিছু লেখা থাকলেও তার নিজের কথা কিছুই থাকে না। সে লেখে না যে, আমি একটি বিশাল বাড়িতে সম্পূর্ণ একা থাকি। আমাকে পাহারা দেবার জন্যে লাঠি হাতে লোকমান ভাই শুধু একা উঠানে বসে থাকেন।

এই বাড়িতে কেউ আসে না। সবাই ভয় পায়। বাড়িতে নাকি জিন-ভূত-প্রেত ঘুরে বেড়ায়। যে দু'তিনজন গ্রামের মহিলাকে লোকমান নিয়ে এসেছিল তারা সবাই চলে গেছে। তারা নাকি নিজের চোখে অনেক কিছু দেখেছে। নিশিরাতে সাদা কাপড় পরা লম্বা লম্বা মানুষরা নাকি উঠানে হাঁটাহাঁটি করে।

নিশিরাতের শূন্য বাড়ির বিশাল খাটের মাঝখানে বসে মাঝে মাঝেই লীলার মনে হয়, ঝোঁকের মাথায় হঠাৎ একদিন বাবাকে কিছুক্ষণের জন্যে দেখতে আসাটা কি ভুল ছিল ? নাকি এটা ছিল পূর্ব নির্ধারিত ? সে আসবে এবং মাকড়সার জালে পোকা আটকে পড়ার মতো আটকে যাবে।

লীলার যখন সাত বছর বয়স সে থাকত তার মামার বাড়িতে, তখন তাদের অনেকগুলি রাজহাঁস ছিল। এদের মধ্যে একটা কী কারণে যেন অন্ধ হয়ে গেল। হাঁটতে পারত না। মুখ থুবড়ে পড়ে যেত। গাছের সঙ্গে ধাক্কা খেত। শুধু যখন কেউ তাকে ধরে পুকুরের পানিতে ছেড়ে দিত, সে স্বস্তি পেত। একা একা নিজের মনে সাঁতার কাটত। এখন লীলার মনে হয়, সে নিজেই অন্ধ রাজহাঁস। অন্ধ রাজহাঁসটা একা একা দিঘির শান্ত জলে ঘুরত, সে হয়তো অপেক্ষা করত কিছু একটা ঘটবে, বদলে যাবে তার পৃথিবী। লীলাও অপেক্ষা করে। আমরা সবাই অপেক্ষা করি। প্রকৃতি তার মানব সন্তান তৈরিই করেছে অপেক্ষা করার জন্যে।

—

Lilaboti by Humayun Ahmed

[Part.3]

For More Books & Muzic Visit www.MurchOna.com
MurchOna Forum : http://www.murchona.com/forum
suman_ahm@yahoo.com